NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ মোদির জন্য তথ্যপ্রযুক্তি, রেল, ডাক ব্যবস্থার উন্নত পরিষেবার ব্যবস্থা

সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং নিয়ে ক্যারিয়ার ভিত্তিক আলোচনা ৮

কলকাতা ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ ২৯ পৌষ ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ২১৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.01.2025, Vol.18, Issue No. 214 8 Pages, Price 3.00

আজ মকর সংক্রান্তি....

গঙ্গাসাগর

প্রয়াগরাজ

গঙ্গাসাগর ও প্রয়াগরাজে পুণ্যস্নানের ভিড়।

কাশ্মীরে জেড মোড় সুড়ঙ্গ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

শ্রীনগর, ১৩ জানুয়ারি: জম্মু ও কাশ্মীরের জেড মোড় সুড়ঙ্গের (সোনমার্গ সুড়ঙ্গ) উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার সুড়ঙ্গ উদ্বোধনের সময় মোদির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাও। কাশ্মীরের গন্দেরবল জেলায় প্রায় সাড়ে ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গ শ্রীনগরের সঙ্গে সোনমার্গের যোগাযোগ আরও উন্নত করবে। বছরের যে কোনও মরশুমে এই সুড়ঙ্গপথ ব্যবহার করা যাবে।

আগে এই যাত্রাপথে জেড আকৃতির একটি সড়ক ব্যবহার করতে হত। সেই থেকেই সুড়ঙ্গের নাম জেড মোড়। বর্ষার মরশুমে এই রাস্তা প্রায়শই বন্ধ হয়ে থাকে। তুষারধসপ্রবণ কিছু অঞ্চলও আছে এই রাস্তায়। সুড়ঙ্গপথ চালু হওয়ার ফলে সেই সমস্যা আর থাকবে না এই যাত্রাপথে। সোনমার্গ সুড়ঙ্গ প্রকল্পে মোট ১২ কিলোমিটারের পথ রয়েছে। তার মধ্যে মূল সুড়ঙ্গপথ রয়েছে ৬.৪ কিলোমিটারের। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে আট হাজারেরও বেশি উচ্চতায় নির্মিত এই সুড়ঙ্গের ফলে দু'ঘণ্টার রাস্তা ১৫ মিনিটে অতিক্রম করা যাবে। এই সুড়ঙ্গে মোট দু'টি লেন রয়েছে। দু'দিকের রাস্তাই ১০ মিটার করে চওড়া। তা ছাড়া সাড়ে সাত মিটারের একটি রাস্তা রয়েছে জরুরিকালীন ব্যবহারের জন্য। প্রতি ঘণ্টায় প্রায় এক হাজার গাড়ি চলাচল করতে পারবে এই সুড়ঙ্গপথ ধরে। সর্বোচ্চ গতি রাখা যাবে ৮০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা।

জোজিলা সুড়ঙ্গের একটি অংশ হিসাবে ২০১৫ সালে জেড মোড় সুড়ঙ্গের কাজ শুরু হয়। জোজিলা সুড়ঙ্গের মূল লক্ষ্য শ্রীনগর এবং লাদাখের মধ্যে যোগাযোগকে আরও উন্নত করা। ২০২৮ সালের মধ্যে জোজিলা সুড়ঙ্গের কাজ শেষ করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এর ফলে এক দিকে যেমন সুবিধে হবে সেনাবাহিনীর তেমনই অন্যদিকে জম্মু-কাশ্মীরের সামাজিক-সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বাড়বে। হবে আর্থিক বৃদ্ধিও।

এ দিন সুড়ঙ্গ উদ্বোধনের সময় প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য মোদিকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী ওমর। এর আগে মোদি কাশ্মীরবাসীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তাঁরা ফের নিজেদের সরকার নির্বাচন করতে পারবেন। সেই কথা রাখার জন্য এবং কাশ্মীরে নতুন নির্বাচিত সরকার তৈরির জন্য মোদিকে ধন্যবাদ জানান ওমর।

গত শনিবার সুড়ঙ্গ উদ্বোধনের প্রস্তুতি ঘুরে দেখেন ওমর। পরে সমাজমাধ্যমে কিছু ছবি পোস্ট করে লেখেন, ''জেড মোড় সুড়ঙ্গ সোনমার্গকে সারা বছর পর্যটকদের জন্য খুলে দেবে। ফলে সেখানে উন্নত মানের স্কি রিসর্ট তৈরি করা সম্ভব হবে। শীতকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের সোনমার্গ ছেড়ে সরে যেতে হবে না। কার্গিল ও লে থেকে শ্রীনগরে যাতায়াতের সময়ও কমবে।' তাতে প্রধানমন্ত্রীও জানান, 'আমি এই সফরের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি।'

এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই স্মরণ করেন সুড়ঙ্গ তৈরি করতে এসে জঙ্গি হামলায় মৃত সাত শ্রমিকদের। তাঁর কথায়, 'কাশ্মীরের উন্নয়নকে রুখে দিতে বারবার হামলা চালিয়েছে ওরা। সুড়ঙ্গ নির্মাণ করতে এসে জঙ্গিদের হামলায় প্রাণও যায় সাতজন পরিযায়ী শ্রমিকের। কিন্তু তারপর আমরা থামিনি। ভয় পায়নি অন্যান্য শ্রমিকরাও। মৃত্যুকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই উন্নয়নকে বজায় রাখে তারা।' গত বছরের শেষের দিকে সোনমার্গের জেড-মোড় সুড়ঙ্গে কাছে হামলা চালায় সন্ত্রাসবাদীরা। জঙ্গিদের গুলিতে মৃত্যু সাত পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃত্যু হয় এক চিকিৎসকেরও। উল্লেখ্য, ভাষণের মাঝেই নিজের সংঘ জীবনের কথাও তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'এককালে সোনমার্গ, গুলমার্গে অনেক ঘুরেছি। সংঘে থাকাকালীন কাশ্মীর যাতায়াত লেগেই থাকত।'

স্যালাইন-কাণ্ডে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ রাজ্যের

গাফিলতি প্রমাণিত হলে কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস মুখ্যসচিবের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের প্রসূতিদের নিম্নমানের স্যালাইন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সেই ঘটনার খতিয়ে দেখে প্রাথমিক রিপোর্ট দিল স্বাস্থ্য ভবনের তদন্তকারী কমিটি। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জানান, এই ঘটনায় গাফিলতি প্রমাণিত হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। শুধু তা-ই নয়, স্বাস্থ্য দপ্তরের তদন্ত কমিটির পাশাপাশি স্যালাইন কাণ্ড তদন্ত করবে সিআইডিও।

রাজ্য সরকার মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাকে স্যালাইন কাণ্ডের সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। কার গাফিলতিতে প্রসূতির মৃত্যু ঘটেছে সে ব্যাপারে স্বাস্থ্য দপ্তরের ১৩ সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটির পাশাপাশি সিআইডিও তদন্ত করবে বলে জানান রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সোমবার নবান্নে স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যসচিব। সেখানে তিনি জানান, বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রাথমিক রিপোর্টে গুরুতর গাফিলতির সন্ধান মিলেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই ঘটনা নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের দশজন প্রবীণ চিকিৎসকের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেখানে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের জীবন নিয়ে এধরণের গাফিলতি কখনোই বরদাস্ত করা হবে না। স্যালাইনের কারণেই ওই প্রসূতির মৃত্যু হয়েছিল কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু জানাননি মুখ্যসচিব। তবে প্রসূতি মৃত্যুতে কোনওরকম 'গাফিলতি' থাকলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া নির্দেশ দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

স্বাস্থ্য সচিবের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্ষোভ আগেই ছিল। আরজি কর-কাণ্ডের আবহে জুনিয়র চিকিৎসকরা বারবার প্রশ্ন তুলেছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমের ভূমিকায়। তৎকালীন পুলিশ কমিশনার ও রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিবের পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়েছিলেন তাঁরা। তবে মুখ্যমন্ত্রী সেই সময় পদক্ষেপ না করলেও, মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে বিষাক্ত স্যালাইন-কাণ্ডের ঘটনায় এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষোভের মুখে স্বাস্থ্য সচিব। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমের বৈঠক হয়। সূত্রের খবর, সেই মিটিংয়ে মুখ্যসচিবের তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয় নারায়ণ স্বরূপ নিগমকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এই বৈঠকে উপস্থিত না থাকলেও, সূত্রের খবর স্বাস্থ্য সচিবের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। কেন এই ঘটনা ঘটল তার জবাবও চেয়েছেন তিনি।

সিনিয়র ডাক্তারদের উপস্থিতিতে শিক্ষানবিশদের চিকিৎসা করার বিধি থাকলেও মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে তা মানা হয়নি বলে জানান মুখ্যসচিব। রোগীর পরিবারের কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে তাও খতিয়ে দেখা হবে। স্যালাইনের কারণে চার জন প্রসূতি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে অভিযোগ ছিল। এ দিন মুখ্যসচিব জানান, প্রোটোকল ভেঙে প্রসূতিকে অতি দ্রুত অক্সিটোসিন দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, আগামী তিন দিনের বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা করবে। তারপরেই এ ব্যাপারে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। রাজ্য সরকার মৃত ও অসুস্থদের পরিবারের পাশে আছে। অন্যদিকে, চূড়ান্ত রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত বিতর্কিত স্যালাইনের ব্যবহার বন্ধ রাখা হচ্ছে বলে মুখ্যসচিব জানান।

এদিকে প্রসূতি মৃত্যুজনিত বিতর্কের জেরে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর রিঙ্গার ল্যাকটেট স্যালাইনের ব্যবহার আপাতত নিষিদ্ধ করেছে। স্যালাইনের গুণমান নিয়ে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। সোমবার স্বাস্থ্যভবনে দফায়-দফায় বৈঠকের পর একথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব ডা. অনিরুদ্ধ নিয়োগী। আলাদা করে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি না করলেও সমস্ত সরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের সুপার, প্রিন্সিপালদের এই নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্যালাইন কাণ্ড নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। এদিন আদালতে ওই বিষয়ে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে দুটি মামলা দায়েরের অনুমতি চান আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি এবং আইনজীবী কৌস্তুভ বাগচী। প্রধান বিচারপতি মামলা দুটি দ্রুত শুনানির আশ্বাস দিয়েছেন।

আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি তাঁর আবেদনে স্যালাইন কাণ্ডে সিট গঠনের দাবি জানিয়েছেব। একইসঙ্গে ওই ঘটনার সিবিআই তদন্তেরও তিনি দাবি জানিয়েছেন। অন্যদিকে, আর এক মামলাকারী আইনজীবী কৌস্তুভ বাগচী প্রধান বিচারপতিকে জানান, অনেক ভুয়ো ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা আছে, যাদের মাধ্যমে প্রচুর আর্থিক লেনদেন হয়। ইডি ও কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোলারকে দিয়ে ওই ঘটনার তদন্তের তিনি দাবি জানান।

জাঠ সংরক্ষণ নিয়ে এবার বিজেপিকে দুষলেন কেজরি

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি: হরিয়ানায় গত বছর বিধানসভা ভোটের আগে জাঠ সংরক্ষণ নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল। এই বিতর্ক বাঁধল বিধানসভা ভোটের আগেই। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ)-র নেতা কেজরিওয়াল বিজেপির বিরুদ্ধে দিল্লির জাঠদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার জাঠদের ওবিসি তালিকাভুক্ত না করার ফলেই তাঁরা সংরক্ষণের কোনও সুবিধা পাচ্ছেন না।' আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে এক দফায় বিধানসভার ৭০টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। ৮ ফেব্রুয়ারি হবে গণনা। সেখানে ক্ষমতাসীন আপের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি। ২০১৬ সালে হরিয়ানায় জাঠ আন্দোলনের পরে সে রাজ্যের বিজেপি সরকার পৃথক সংরক্ষণের সুবিধা ঘোষণা করলেও আদালতের নির্দেশে তা বাতিল হয়ে গিয়েছিল। যদিও রাজস্থানে জাঠদের জন্য সংরক্ষণের সুবিধা রয়েছে। রাজনীতির কারবারিদের একাংশ মনে করছেন, সে কথা মাথায় রেখেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের বিরুদ্ধে জাঠেদের কেন্দ্রীয় ভাবে ওবিসি তালিকাভুক্ত না করার বিষয়টি উস্কে দিতে চেয়েছেন কেজরি। কেজরি বলেন, 'রাজস্থানের জাঠেরা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর কলেজে ভর্তি হতে পারেন, এইমস, সফদরজং হাসপাতাল এবং সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থায় চাকরি পেতে পারেন। কিন্তু দিল্লির জাঠেরা নয়। কারণ, তাঁদের কেন্দ্রীয় ভাবে ওবিসি তালিকাভুক্ত করা হয়নি।' অন্যদিকে, বিজেপির তোলা 'বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা' অনুপ্রবেশকারীদের মদত দেওয়ার অভিযোগের জবাব দিয়েছেন সাংসদ সঞ্জয় সিং। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গারা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ছেন। বিএসএফ তথা বিজেপির মদতেই এমন ঘটছে।'

দিল্লিতে বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনারকে তলব বিদেশ মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি: এ বার দিল্লিতে বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার নুরাল ইসলামকে ডেকে পাঠাল ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক। সোমবার দুপুর নাগাদ তাঁকে দিল্লির সাউথ ব্লকে বিদেশ মন্ত্রকের দপ্তর থেকে বার হতে দেখা গিয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার বিতর্কের মাঝে রবিবার ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় বর্মাকে ডেকে পাঠিয়েছিল মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। তার এক দিন পরে বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনারকে তলব দিল্লির। ভারত এবং বাংলাদেশের সীমান্তে প্রায় ৫৩৮ কিলোমিটার এলাকায় কোনও কাঁটাতার নেই। সম্প্রতি ঢাকা দাবি করেছে, ভারত এবং বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কিছু অঞ্চলে বিএসএফ কাঁটাতার বসানোর কাজ শুরু করেছে। ইউনূস সরকারের আরও দাবি, এর ফলে ওই অঞ্চলে শান্তিভঙ্গ হচ্ছে, দ্বিপাক্ষিক চুক্তিও ভঙ্গ হচ্ছে। মালদহের কালিয়াচকে এবং তার পরে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে কাঁটাতার বসানোর সময় বিজিবির বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব জসীমউদ্দিনের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম 'প্রথম আলো'-র প্রতিবেদন অনুসারে, জসীমউদ্দিনের সঙ্গে কথা বলার পর প্রণয় জানান, কাঁটাতারের বিষয়ে দু'দেশের মধ্যে বোঝাপড়া রয়েছে। সীমান্তে অপরাধদমনের ক্ষেত্রেও সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করবে বলে জানান তিনি।

NARSINGHA
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন নবপত্রিকা)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

ফের রক্তাক্ত দালাল স্ট্রিট, ১০০০ পয়েন্ট পড়ল সেনসেক্স

মুম্বই, ১৩ জানুয়ারি: ফের সপ্তাহের প্রথম লেনদেনের দিনে রক্তাক্ত শেয়ার বাজার। হাজার পয়েন্টের বেশি পড়ল সেনসেক্স। নিফটি ৫০-এর সূচক নেমেছে প্রায় ৩৫০ পয়েন্ট। এই নিয়ে টানা চারদিন নিম্নমুখী রইল স্টকের গ্রাফ। সোমবার, ১৩ জানুয়ারি বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে উড়ে গিয়েছে ১৩ লক্ষ কোটি টাকা। শেষ চারটি সেশনে ২৫ লক্ষ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে লগ্নিকারীদের।

ব্রোকারেজ ফার্মগুলির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এ দিন বিএসইতে ছোট ও মাঝারি পুঁজির সংস্থাগুলির সূচক নেমেছে চার শতাংশ। এই শেয়ার বাজারের মূলধন ছিল ৪৩০ লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু সোমবার বাজার বন্ধ হওয়ার পর দেখা যায় সেটি ৪১৭ লক্ষ কোটিতে নেমে গিয়েছে।

অন্যদিকে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (এনএসই) শ্রেণিভেদে নীচের দিকে নেমেছে প্রায় সমস্ত সংস্থার স্টক। নিফটিতে রিয়্যাল এস্টেট সংস্থাগুলির শেয়ারের দর কমেছে ৬.৫ শতাংশ। এ ছাড়া এই বাজারে গণমাধ্যম সংস্থার ৪.৪৫ শতাংশ, কনজিউমার ডিউরেবল্স কোম্পানির ৩.৯৪ শতাংশ, সংকর-ধাতুর ৩.৭৭ শতাংশ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ৩.০৯ শতাংশ কমেছে স্টকের দর।

এক দিনে গায়েব ১৩ লক্ষ কোটি

নিফটিতে ব্যাঙ্কের সূচক সব মিলিয়ে নেমেছে ১.৪২ শতাংশ। এর মধ্যে আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী এবং বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির স্টকের দর যথাক্রমে ১.৪৫ এবং ০.৮৭ শতাংশ সস্তা হয়েছে। হঠাৎ করে শেয়ার বাজারের এই পতনের নেপথ্যে একাধিক কারণের কথা বলেছেন আর্থিক বিশ্লেষকেরা।

প্রথমত, সোমবার বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম গত তিন মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যায়। ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দর ব্যারেল প্রতি ৮০ ডলারের উপরে ঘোরাফেরা করছে। অন্যদিকে, রাশিয়ার উপর নতুন নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে আমেরিকা। এতে মস্কো থেকে সস্তা দরে অপরিশোধিত 'তরল সোনা' আমদানিতে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ দিন শেয়ার বাজারে এর সরাসরি প্রভাব দেখা গিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ডলারের নিরিখে সর্বকালীন নীচে নেমে গিয়েছে ভারতীয় টাকার দাম। বর্তমানে এটি ৮৫ থেকে ৮৬ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। অন্যদিকে, শেয়ার বাজার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন বিদেশি লগ্নিকারী। আগামী ২০ জানুয়ারি আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কুর্সিতে বসে তাঁর নেওয়া সিদ্ধান্তের উপর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অনেক কিছু নির্ভর করবে। ফলে ভারতীয় শেয়ার বাজার অস্থির রয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

এ দিন ৭৬,৩৩০.০১ পয়েন্টে গিয়ে বন্ধ হয় সেনসেক্স। বিএসইতে ১০৪৮.৯০ পয়েন্টের পতন দেখা গিয়েছে, যা ১.৩৬ শতাংশ। নিফটি-৫০ দৌড় থামিয়েছে ২৩,০৮৫.৯৫ পয়েন্টে। এনএসইর সূচক নেমেছে ৩৪৫.৫৫ পয়েন্ট। শতাংশের হিসাবে এটি ১.৪৭ বলে জানা গিয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১০/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে Subir Kumar Sadhu S/o. Sourindra Kumar Sadhu ও Subir Kr. Sadhu S/o. Lt. S. Kr. Sadhu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৫ নং এফিডেভিট বলে Jayanta Kumar Das S/o. Ananta Kumar Das ও Jayanta Das S/o. A. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে Kartick Baidya S/o. Nirmal Baidya ও Kartick Ch. Baidya S/o. Lt. N. Baidya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৬০ নং এফিডেভিট বলে Paresh Nath Ghosh S/o. Harikinkar Ghosh ও Paresh Ghosh S/o. H. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৮ নং এফিডেভিট বলে Debaprasad Sinha S/o. Narayan Prasad Sinha ও Debaprosad Sinha S/o. N. P. Sinha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে Udai Shankar Mukherjee S/o. Late Sudhansu Shekhar Mukherjee ও Uday Sankar Mukherjee S/o. Lt. S. S. Mukherjee, Sudhansu Shekar Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে Sankha Suvra Mukherjee S/o. Sunil Kumar Mukherjee ও Sankha Subra Mukherjee S/o. S. K. Mukherjee, Sunil Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৪ ই জানুয়ারি। ২৯ শে পৌষ মঙ্গলবার, মকর সংক্রান্তি। কপিল মুনি আশ্রম দর্শন। প্রতিপদ তিথী। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র ও বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রীজগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র--শং।

কুম্ভ রাশি : আজ । সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি।

(আজ মকর সংক্রান্তি। শ্রীশ্রী মা গঙ্গা আবির্ভাব উপলক্ষে গঙ্গা সাগর সঙ্গমে স্নান। কপিল মুনি আশ্রম তিথি মুহূর্ত। অসম শ্রী শ্রী দেবী টুসু পুজো। আদ্যাশক্তি আদ্যাপীঠে শ্রী অন্নদা ঠাকুর র সিদ্ধীলাভ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ১৩/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৩ নং এফিডেভিট বলে Dayanand Singh S/o. Rajendra Singh ও Dayanand Singh S/o. Lt. R. Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৭ নং এফিডেভিট বলে Sk. Salim Ali S/o. Sk. Sofer Ali ও Sekh Selim Ali S/o. Sekh Sapher সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২২ নং এফিডেভিট বলে আমি Bablu Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Paresh Ghosh ও Lt. P. Ch. Ghosh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৩/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjib Biswas ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Late Mohadeb Biswas ও Lt. M. Biswas উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৩/০১/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩৯৫ নং এফিডেভিট বলে Shankar Patra S/o. Ramprasad Patra ও Sankar Patra S/o. R. Pd. Patra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২১ নং এফিডেভিট বলে Ashok Taru Baidya S/o. Kalipada Baidya ও Ashoketaru Baidya S/o. K. P. Baidya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে Ashok Das S/o. Panchu Gopal Das ও Ashoke Das S/o. P. G. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০১/২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৮ নং এফিডেভিট বলে Maloy Ghosh S/o. Kalipada Ghosh ও Malay Ghosh S/o. K. P. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি জাহিদ হোসেন মন্ডল আমার N.I. of Open Schooling Mark Statemeat cum certificate of S.S.S. Exam Octo. 2023 মাতার নাম জাহানারা বিবি আছে। ২৭/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে মাতা সর্বত্র জাহানার মন্ডল হইল।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী গোরা চাঁদ পাল, পিতা মৃত মহেন্দ্র নাথ পাল, সাং - ২/৫০, নেতাজীনগর, থানা- নেতাজীনগর, কলকাতা-৭০০০৯২, নিম্নে উল্লেখিত সম্পত্তি যাহা দাগ নং- ৬৩৬, খতিয়ান নং- ৬৯, মৌজা-বাদেরায়পুর, তৌজি নং- ১৫১, জেঃ এলঃ নং- ৩২, অন্তর্গত কমবেশী ২ (দুই) কাঠা ১ (এক) ছটাক জমি তৎ-সহ পুরাতন দ্বিতল বাড়ি, যাহা কলকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্গত ১০২ নং ওয়ার্ড ভুক্ত, যাহার প্রেমিসেস নং- ৩১৯, চিত্তরঞ্জন কলোনী, কলকাতা- ৭০০০৩২, স্থানীয় সাকিন-৩৫ নিউ সাউথ পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৯২, বর্তমান মালিক শ্রী অরূপ ভট্টাচার্য্য, পিতা-স্বর্গীয় শ্যামল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে ক্রয় করিবার জন্য মনস্থির করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তিতে কাহারোও কোন দাবী-দাওয়া থাকিলে নিম্নলিখিত ব্যক্তির সহিত বিজ্ঞপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিতে কোন বাধা থাকিবে না।

ইতি
শ্রী পান্না লাল রায় (এ্যাডভোকেট)
মহামায়াপুর স্কুল রোড, গড়িয়া গার্ডেন, কলকাতা- ৮৪
মোঃ নং- ৯৮৩১০৬৪৪১০

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম ব্যারাকপুরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
মিসকেস- ৯৮/২০২৮ (সাকসেশন)

দরখাস্তকারিনী- শ্রীমতী শ্রীলতা চ্যাটার্জী, স্বামী-ঁ দেবাশীষ চ্যাটার্জী, সাং-১৬, বি. সি. চ্যাটার্জী রোড, পোষ্ট-তালপুকুর থানা- টিটাগড়, কোলকাতা-৭০০১২৩।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে উপরোক্ত দরখাস্তকারিনী তার স্বামী-ঁদেবাশীষ চ্যাটার্জী, পিতা- অজিত চ্যাটার্জী, সাং- উপরোক্ত এর ত্যক্ত ৪৩, ৮৭, ৪৮২.৩০ টাকা যা আই.সি.আই.সি.আই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি ডিম্যাট এ্যাকাউন্ট যার নং IN 30302873954774 তে গচ্ছিত আছে যা এস.এন. ব্যানার্জী রোড, কোলকাতা-৭০০১২০ তে অবস্থিত তার সাকসেশন পাবার জন্য উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত কেসটি রুজু করেছেন, এতে যদি কারো কোনরূপ আপত্তি থাকে তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপনার লিখিত আপত্তি স্বয়ং অথবা আপনার নিযুক্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে উপরোক্ত আদালতে জমা করবেন, নচেৎ মামলাটি আইনামলে আসবে।

অনুমত্যানুসারে
দীপক বড়ুয়া
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
ব্যারাকপুর ২৪ পরগনা (উঃ)

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

**STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
WEST BENGAL
KRETA SURAKSHA BHAWAN
(Ground Floor),
11A, MIRZA GHALIB STREET,
KOLKATA-700087**

NOTICE

To,
Smt. Namita Samanta, Wife of Anup Samanta, Residing at Village + Post - Baidyapur, District- Burdwan, Pin: 713122

Whereas **M/S KESHAV DEVELOPER** a proprietorship firm, represented by Proprietor, **Sandeep Bubna** has instituted an Appeal **being No. A/97/2023** against you.

Therefore, you are hereby summoned to appear before the Hon'ble Bench-I of this Commission in person or by a pleader or by authorized representative on the **16th day of January, 2025 at 10:30 O'clock in the forenoon** failing which the case will be heard and considered in your absence.

Given under my hand and seal on behalf of the Commission, this 9th Day of January, 2025.

**By Order
Sd/- Registrar
W.B. State Consumer Disputes
Redressal Commission**

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

আমমোক্তার নামা

রঘুনাথ মোদক, পিতা-ঁগোপাল মোদক, সাং ও পোঃ- মোল্লাসিমলা, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী বিগত ইংরাজী ২৪.০২.২০১৫ তারিখে সিঙ্গুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৪নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে আসরাফ আলী ফারুকী, পিতা- আবু নাসার ফারুকী, সাং ও পোঃ মোল্লাসিমলা, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যার তপশীল জেলা-হুগলী, থানা-সিঙ্গুর, মৌজা- মোল্লাসিমলা ৯৫নং জে.এল. ভুক্ত এল.আর. ১০৬৯ খতিয়ানে এল.আর. ৫১০ নং দাগে ষোলো আনায় ৬১ শতক মধ্যে ৩০.৫০ শতক তন্মধ্যে চিহ্নিত নির্দিষ্ট ২৫.৫৭ শতক পরিমান অত্র দলিলে বিক্রীত সম্পত্তি।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ১ মাসের মধ্যে আসরাফ আলী ফারুকী, পিতা-আবু নাসার ফারুকী, সাং ও পোঃ মোল্লাসিমলা, থানা- সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী কে জানাইতে হবে।

আমমোক্তার নামা

১) যশোদা ঘোষ, স্বামী-ঁযজ্ঞেশ্বর ঘোষ, সাং- দলুইগাছা, পোঃ-পারগোপালনগর, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী, ২) আল্পনা ঘোষ, স্বামী- শ্রী বৃন্দাবন ঘোষ, সাং-হরিপুরস পোঃ- কিংকরবাটী, থানা-হরিপাল, ৩) ছবিতা ঘোষ, স্বামী- শ্রী গুরুচরন ঘোষ, সাং ও পোঃ- বেড়াবেড়ী, থানা- সিঙ্গুর, ৪) কবিতা পাল, স্বামী- শ্রী প্রতাপ পাল, সাং-ঘটমপুর, পোঃ- পোড়াবাজার, থানা- দাদপুর, ৫) কৃষ্ণা বেলেল, স্বামী- শ্রী শ্যামাপদ বেলেল, সাং ও পোঃ- মহিষটিকারী, থানা- হরিপাল, সকলের জেলা-হুগলী। বিগত ইংরাজী ১০.১০.২০১২ তারিখে সিঙ্গুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০০১১৭ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রী দীপক ঘোষ, সাং-দলুইগাছা, পোঃ- পারগোপালনগর, থানা-সিঙ্গুর, জেলা- হুগলী মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যার তপশীল জেলা-হুগলী, থানা-সিঙ্গুর, মৌজা-দলুইগাছা, ৫২ নং জে.এল. ভুক্ত এল.আর. ৬০৯ নং খতিয়ানে এল.আর. ৩৩১ দাগে ষোল আনায় ৩৪ শতকের মধ্যে ৩৩৩৩ অংশে অত্র দলিলের বিক্রীত সম্পত্তির পরিমান ১১ শতক।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ১ মাসের মধ্যে দীপক ঘোষ ও সনৎ ঘোষ, উভয়ের পিতা ঁযজ্ঞেশ্বর ঘোষ, সাং-দলুইগাছা, পোঃ- পারগোপালনগর, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী কে জানাইতে হবে।

আমমোক্তার নামা

১) শিপ্রা পাত্র, স্বামী-স্বর্গীয় নবীন পাত্র, সাং- চাউলপল্লী, পোঃ ও থানা-তারকেশ্বর, জেলা- হুগলী, ২) তপতী কোলে, স্বামী-নির্মল কোলে, সাং ও পোঃ- বলরামবাটী, থানা-সিঙ্গুর, জেলা- হুগলী, ৩) দীপা দাস, স্বামী-পশুপতি দাস, সাং ও পোঃ- নওপাড়া, থানা-সিঙ্গুর, জলা-হুগলী বিগত ইংরাজী ২৩.১১.২০২২ তারিখে সিঙ্গুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৫৮ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে প্রিতম জ্যোতি ও গৌতম জ্যোতি, উভয়ের পিতা-স্বর্গীয় সহদেব জ্যোতি, সাং-সিঙ্গুর নবপল্লী, পোঃ ও থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যার তপশীল জেলা-হুগলী, থানা-সিঙ্গুর, মৌজা-কিসমৎ অপূর্ব্বপুর ৫১নং জে.এল. ভুক্ত এল.আর. ১৫৫৯ নং ও ১৫৬০ নং খতিয়ানে এল.আর. ৫৬৯ দাগে ষোল আনায় ৪৬ শতক মধ্যে ৭৬০ অংশে অত্র দলিলের বিক্রীত সম্পত্তির পরিমান ৩.৫০ শতক।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ১ মাসের মধ্যে প্রিতম জ্যোতি ও গৌতম জ্যোতি, উভয়ের পিতা-স্বর্গীয় সহদেব জ্যোতি, সাং-সিঙ্গুর নবপল্লী, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী কে জানাইতে হবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম।
মোঃ ৯৪৩৪৩৮৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency, শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম,
মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা - নদীয়া, মোকাম কৃষ্ণনগরের সিভিল জজ্ (সিনিয়ার ডিভিশন), তৃতীয় আদালত।
টি.এস. নং ১১/২০২২।

বাদী :: আম্বিয়া মন্ডল দীং - বনাম - বিবাদী :: মনসুর মন্ডল ও অন্যান্য

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, বাদী **আম্বিয়া মন্ডল, কুমারী মন্ডল, মর্জিনা মন্ডল, ভাদি মন্ডল,** সর্ব্ব পিতা - মৃত দুলুরুদ্দিন মন্ডল, সাং - মাটিয়ারী বাগানপাড়া, পোঃ- বানপুর, থানা - কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা -নদীয়া। **মনসুর মন্ডল দীং** এর বিরুদ্ধে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন উহাতে ৭নং **বিবাদী জহিরুদ্দিন মন্ডল,** পিতা - মৃত দুলুরুদ্দিন মন্ডল, সাং - মাটিয়ারী বাগানপাড়া, পোঃ- বানপুর, থানা - কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা - নদীয়া কোন আপত্তি বা দাবী থাকিলে 10.02.2025 তারিখে আদালতে হাজির হইয়া লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে ।

SCHEDULE OF PROPERTY

In the District of Nadia, under P. S. Krishnaganj, within Mouza 52 Matiari, the following property: -

Khatian No.	Plot No.	Classification	Area.
R.S. 1477 L.R. 181/1,2333, 2332, 2834,2864, 2884, 3544, 10368,10370,10372,10413,10500, 10514,10515,10516, 10517, 10526, 10527,10529, 10530, 10531,10532, 10594, 11438	5181	'Aush'	2 acre 84 decimals.
L.R. 2333, 10368, 10370,10372, 10413, 10518	5183	'Aush'	20 decimals.
-Do-	5184	'Aush'	32 decimals
L.R. 2333, 2773, 10272, 10273, 10368, 10370, 10372, 10413, 10518, 10526, 10527, 10528, 10529, 10530, 10531, 10532	5185	'Aush'	1 acre 50 decimals.
L.R. 2333 2525, 10368, 10370, 10372, 10413, 10500, 10526, 10527, 10528, 10529, 10530, 10531, 10532	5211	'Aush'	38 decimals.
L.R. 2333, 2525, 10368, 10370, 10372, 10413, 10526, 10527, 10528, 10529, 10530, 10531,10532	5212	'Aush'	1acre 9 decimals.
R.S. 1477, L.R. 572/2, 618/1, 1027/3, 1372/4, 3545	5207	'Aush'	1 acre 19 decimals.
R.S. 1477, L.R. 572/2, 618/1, 1027/3, 1372/4, 10895,	5209	'Aush'	35 decimals.
R.S.1477, L.R.572/2,618/1,1027/3,1372/4,10296,10413, 10895	5210	'Aush'	71 decimals.

প্রতিমা দাস চাকী (সেরেস্তাদার)
জেলা - নদীয়া, মোকাম কৃষ্ণনগর সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশন) তৃতীয় আদালত।

ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের গতি বৃদ্ধিতে তৎপরতা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের স্বনির্ভর করার কাজে গতি আনতে রাজ্য সরকার ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পটি আরও ছড়িয়ে দিতে চায়। এরই অঙ্গ হিসেবে এবার থেকে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র থেকেই ওই প্রকল্পের আবেদনের সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে শিল্পের সমাধান শিবির থেকে এবং অনলাইনে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ডের জন্য আবেদন করা যায়। তবে শিল্পের সমাধান শিবির নিয়মিত না হওয়ায় এবং অনলাইন প্রক্রিয়ায় সড়গড় না হওয়ায় অনেক আগ্রহী প্রার্থী প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। তাই চলতি মাসের শেষের দিকে রাজ্যের সাড়ে তিন হাজার বিএসকে থেকে এই সুবিধা পাওয়া যাবে বলে জানা গেছে। বর্তমানে গোটা রাজ্যে ৩৫৬১টি বিএসকে চলছে। নতুন করে আরও ১৪৩১টি চালু হবে বলে খবর। ফলে ব্যবসা শুরুর জন্য ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে মানুষকে আর কোনওরকম ঝক্কি সামলাতে হবে না বলেই আশাবাদী প্রশাসনের কর্তারা। উল্লেখ্য যুবক-যুবতীদের নিজস্ব ব্যবসা শুরু করায় উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকার ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে। এর মাধ্যমে নিজস্ব ব্যবসা শুরু করার জন্য রাজ্য সরকারের গ্যারান্টিতে ব্যাঙ্ক থেকে সহজ শর্তে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যায়। এখনও পর্যন্ত ৩২ হাজারের বেশি উপভোক্তা এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন।

কানাড়া ব্যাঙ্কের ‘গ্রাহক সভা’র আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি কানাড়া ব্যাঙ্ক, তাঁদের কাঁকুড়গাছি শাখায় একটি গ্রাহক সভা আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সার্কেল হেড কল্যাণ মুখোপাধ্যায় এবং কলকাতার আঞ্চলিক অফিস ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার সন্দীপ চৌধুরী। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের ফাইন্যান্সের নির্বাহী পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, জ্যাক অলিভ অয়েলের মালিক জনাব রাজর্ষি দাস এবং বিআইএসের পরিচালক শুভদীপ বসু উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি ব্রাঞ্চ হেড নেহা গুপ্তার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে শেষ হয়। একইভাবে, সোমবার ১৩ জানুয়ারি সন্তোষপুর লোকেশনে নতুন খোলা শাখায় একটি গ্রাহক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটিতে দেবযানি কনস্ট্রাকশনের মালিক অভিষেক দাস, ১১ নম্বর বরো-এর চেয়ারম্যান তারকেশ্বর চক্রবর্তী, অবসরপ্রাপ্ত ডিজিএম, ডিভিসি জ্যোতির্ময় সরকার উপস্থিত ছিলেন। তন্ময় ঘোষ, শাখা প্রধানের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

আজও ‘খট খট’ শব্দে ধান ভাঙে ঢেঁকি, হাওড়ার রায় পাড়াতে ধান কোটার গান

রাজীব মুখোপাধ্যায়

হাওড়া: ‘ও বউ চাল কোটেরে ঢেঁকিতে পাড় দিয়া, নতুন চাল কোটেরে হেলিয়া দুলিয়া, ও বউ চাল কোটেরে ঢেঁকিতে পাড় দিয়া’ অতীতে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস পড়লেই গ্রাম বাংলার আনাচে কানাচে বাড়ির মহিলাদের মুখে শুনতে পাওয়া যেত ঢেঁকিতে চাল কোটার গান। যদিও সেইসব আজ অতীত। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে কৃষক ধান কাটার সঙ্গে সঙ্গে কৃষাণীদের ঘরে ধানের নতুন চাল ভাঙা বা চাল গুড়া করা, আর সে চাল দিয়ে পিঠা, পুলি, ফিরনি, পায়েশ তৈরি করার ধুম পড়ে যায়।

আত্মীয়-স্বজন একসঙ্গে ঢেঁকিতে বারা ভেনে গাইতেন গান। সাধারণত ২-৩ জন নারী ঢেঁকিতে কাজ করেন। ১-২ জন মুষল উত্তোলনের জন্য ধড়ের এক প্রান্তে পা দিয়ে পালাক্রমে চাপ দিয়ে থাকেন। পা সরিয়ে নিয়ে মুষলকে নিচে পড়তে দেন। অপর নারী বৃত্তাকার খোঁড়ল থেকে চূর্ণীকৃত শস্য সরিয়ে নেন। তাতে নতুন শস্য সরবরাহ করেন। মুষলের আঘাত ধারণ করার জন্য খোঁড়লটি কাটা হয় মাটিতে বসানো এক টুকরো শক্ত কাঠের গুঁড়িতে।

পৌষ পার্বণ বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব, যা মূলত নতুন ধান কাটার আনন্দকে কেন্দ্র করে পালন করা হয়। ঢেঁকি এবং চাল তৈরির প্রক্রিয়া এই উৎসবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ঢেঁকি দিয়ে ভানা চালকে ‘ঢেঁকি ছোঁয়া চাল’ বলা হয়। এই চাল দিয়ে তৈরি পিঠে-পুলি পৌষ পার্বণের অন্যতম আকর্ষণ। এটি কেবল খাদ্য হিসেবে নয়, বরং গ্রামীণ ঐতিহ্যের একটি অংশ হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। ঢেঁকি হলো এক ধরনের কাঠের হাতিয়ার, যা দিয়ে ধান থেকে চাল তৈরি করা হয়। অতীতে গ্রাম বাংলার মহিলারা দলবদ্ধভাবে ঢেঁকিতে ধান ভেঙে চাল বানানোর পাশাপাশি গান গেয়ে আনন্দ উদযাপন করতেন। প্রযুক্তির অগ্রগতির কারণে ঢেঁকির ব্যবহার অনেক কমে এসেছে। মেশিনের মাধ্যমে চাল তৈরি করা সহজ ও দ্রুত হওয়ায় ঢেঁকির ঐতিহ্য এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। তবে পৌষ পার্বণের সময় হাওড়ার জয় নগর রায় পাড়াতে ঢুকলে আজও শোনা যায় ঢেঁকিতে ধান ভাঙার আওয়াজ। রায় পাড়ার রায় বাড়িতে এখনো ঢেঁকিতে চাল ভাঙার কাজ চলে বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্মরণ করে।

এই বাড়িতে পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠে পুলি তৈরির চালের গুঁড়া নিজেরাই ঢেঁকিতে ভাঙেন। এলাকার কিছু বাসিন্দারাও আসেন। তারাও ঢেঁকিতে ভাঙা চালের গুঁড়িতে তৈরি পিঠে পুলির অতীতের স্বাদের সমান ভাগিদার। রায় বাড়ির সদস্য সৌমেন রায় বলেন, ‘আমি আমার ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি বাড়িতে ঢেঁকিতে চাল গুঁড়ো করা হতো। এখনও আমাদের বাড়িতে এটা বজায় আছে। আমাদের যথেষ্ট জায়গা আছে, তাই এই ঢেঁকি আজও রয়ে গেছে। আগে কাঠের গোপে ছিল, সেটা এখন সিমেন্টের বানানো হয়েছে। আগে ঢেঁকি ভাড়া দেওয়া হত, আট আনা, এক টাকা দরে। এখন দাম বেড়েছে বলে তিন টাকা নেওয়া হয় ভাড়া দেওয়ার জন্য। আগে দূর দুরান্ত থেকে লোকেরা চাল ভাঙিয়ে যেত। এখন পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেরা আসে। এখন মানুষের হাতে সময় নেই, তবে এই ঢেঁকি আজও ব্যবহার করা হয়। এই এলাকাতে আমাদের বাড়িতেই ঢেঁকি আছে।’ রায় বাড়ির মহিলা সদস্যা অঙ্কিতা রায় বলেন, ‘ ছোটবেলাতে গল্পের বইতে পড়লেও কোনোদিন চাক্ষুস দেখি নি। এই বাড়িতে বিয়ে হয়ে আসার পরই প্রথম দেখা। শ্বাশুড়ির থেকে শিখেছি ঢেঁকিতে চাল কোটার পদ্ধতি। এখন নিজেই করি। আমাদের এই ঢেঁকিতে অগ্রহায়ণ মাস থেকেই লোকেরা আসতে শুরু করেন। প্রতি বছর এই পৌষ মাস এলেই ঢেঁকিতে চাল কুটে পিঠে পুলি তৈরি করি। এটার অনুভূতি সম্পূর্ণ আলাদা।’ ঢেঁকি এবং পৌষ পার্বণ কেবল উৎসব নয়, বরং এটি আমাদের গ্রামীণ জীবনযাত্রা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি অমূল্য প্রতীক। পৌষ পার্বণে ঢেঁকিতে ধান ভানা এবং চাল তৈরি করা বাংলার একটি বিশেষ প্রথা। এর মাধ্যমে নতুন ধানের চাল থেকে পিঠে, পুলি, পায়েস ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ২০২৫, ২৮ পৌষ, মঙ্গলবার

নব নালন্দায় পড়ুয়াদের মাথায় ভেঙে পড়ল কাচের প্যানেল, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ কলকাতার নব নালন্দা স্কুলে পড়ুয়াদের মাথার ওপর ভেঙে পড়ল কাচের প্যানেল। সোমবার স্কুলে ঢোকার সময়ে এমনই এক ভয়ানক ঘটনায় আহত একাধিক পড়ুয়া। এই ঘটনায় আহত হয় তিন পড়ুয়া। তাদের মধ্যে দু'জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আর এক পড়ুয়াকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। খুব স্বাভাবিক ভাবেই সোমবার সকালে এই ঘটনায় আতঙ্কিত পড়ুয়া ও অভিভাবকরা।

এদিন সকালে পড়ুয়ারা যখন স্কুলে প্রবেশ করছে, সেই সময় চারতলার ওপর থেকে একটি আস্ত কাচের প্যানেল ভেঙে পড়ে নিচে। আর তাতেই আহত হয় তিন পড়ুয়া। সূত্রে খবর, একজনকে ঢাকুরিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দ্বিতীয়জনকে ভর্তি করা হয় এম আর বাঙুর হাসপাতালে। ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষের দিকে আঙুল তুলছেন পড়ুয়াদের অভিভাবকরা। এক পড়ুয়ার এই ঘটনায় ভয়ঙ্কর ভাবে জখম। মাথায় ৪০টি স্টিচ পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। সকাল ৭টা নাগাদ দুর্ঘটনা ঘটে। অভিভাবকদের অভিযোগ, স্কুলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বছর বছর টাকা নেওয়া হলেও কাজ হয় না ঠিক মতো। এক অভিভাবক জানান, 'স্কুলের কোনও পরিষেবাই ভাল নয়। অ্যাম্বুল্যান্স পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছে, এটা

রাস্তাতেও হতে পারত।' এমনকী প্রিন্সিপ্যালও অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা করেননি বলেও অভিযোগ। স্কুলের সামনে রীতিমতো বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন অভিভাবকরা। তাঁদের দাবি, স্কুল কর্তৃপক্ষ পড়ুয়াদের দোষারোপ করছে। কাচের জানালার ফ্রেম সমেত খুলে পড়েছে বলে দাবি করছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, ঘটনার সময় স্কুলে প্রার্থনা চলছিল, চারতলার ওপরে কোনও পড়ুয়া ছিল না। তারপরও কেন পড়ুয়াদের ভুলের কথা বলা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এদিকে সকাল থেকে দীর্ঘক্ষণ অভিভাবকরা বিক্ষোভ দেখালেও দেখা মেলেনি প্রিন্সিপালের। এদিকে বিক্ষোভ চরম আকার নিলে স্কুলে পৌঁছয় পুলিশ। অভিভাবকরা শিক্ষিকাদের ঘিরে ধরে বলতে থাকেন, 'বাচ্চাদের দোষ দেবেন না। বাচ্চাদের গায়ে এত জোর নেই।' পরে স্কুলের প্রিন্সিপাল জানান, 'জানালা খোলার সময় যদি কাচ ভেঙে পড়ে, তার মানে কি রক্ষণাবেক্ষণ নেই? জানালা কি ভাঙতে পারে না? ভেঙে গিয়েছে হয়ত। অবশ্যই এটা দুর্ঘটনা। এটা হওয়া উচিত নয়।'

কেন অ্যাম্বুল্যান্স পাওয়া গেল না, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রিন্সিপাল বলেন, 'এদিনই অ্যাম্বুল্যান্সের চালক আসতে দেরি করেছে। আর এই ঘটনা। অ্যাম্বুল্যান্সের চালককে শোকজ করা হচ্ছে।' পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, স্কুলের মেডিক্যাল ইউনিটও আছে বলে জানান তিনি। এদিকে স্কুলের পরিস্থিতি যখন কার্যত নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তখন স্কুলে পৌঁছন বিধায়ক দেবাশিস কুমার। তিনি স্পষ্ট বলেন, 'স্কুল কর্তৃপক্ষের আরও বেশি সচেতন হওয়া উচিত ছিল। এই ঘটনা ঘটা উচিত নয়।'

স্যালাইনকাণ্ডে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের অনুমতি আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্যালাইনকাণ্ড ঘিরে তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি থেকে সমাজের সর্বস্তরে। এবার এই ঘটনায় জনস্বার্থ মামলা দায়েরের অনুমতি দিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী বৃহস্পতিবার মামলার শুনানির সম্ভাবনা। ঘটনায় প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে মামলা দায়েরের অনুমতি চান আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি ও আইনজীবী কৌস্তব বাগচী। আইনজীবী ফিরোজ এডুলজির আবেদন সিট গঠন করে তদন্ত হোক। একইসঙ্গে এই ঘটনাতে সিবিআই তদন্তেরও আর্জি জানান তিনি। এরই পাশাপাশি

ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটগুলি পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট জমা দেওয়ারও আবেদন জানান। পাশাপাশি অন্যান্য হাসপাতালগুলিতে স্যালাইন সংক্রান্ত বিষয়ে নজরদারি করে রিপোর্ট দেওয়ার কথাও বলেন তিনি। এর ওপর কি করে মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন ব্যবহার করা হল তার রিপোর্টও চান তিনি। সঙ্গে দাবি, অবিলম্বে স্বাস্থ্য সচিবের দায়িত্ব থেকে স্থানান্তরের আবেদন। এরই পাশাপাশি আইনজীবী কৌস্তভ বাগচীরও আবেদন, এই ঘটনায় হোক সিবিআই তদন্ত। সঙ্গে এও বলেন, অনেক ভুয়ো ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা আছে। যার মধ্যে দিয়ে প্রচুর আর্থিক লেনদেন হয়। তার তদন্ত করুক ইডি। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোলার এই ঘটনার তদন্তও চান তিনি।

মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে সরকার: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলায় মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে। স্যালাইনকাণ্ড নিয়ে এমনই প্রতিক্রিয়া প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের। প্রসঙ্গত, মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বিষাক্ত স্যালাইনে এক প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে। সন্তান জন্মের পর অসুস্থ তিন প্রসূতিকে মেদিনীপুর থেকে চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। সোমবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন সিং বলেন, 'রাজ্যে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে। অথচ বাংলার মানুষ এখনও নীরব।' বাংলার বর্তমান পরিস্থিতিতে গণবিদ্রোহের ডাক দিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ। তাঁর দাবি, 'কিছু মানুষ লক্ষ্মী ভান্ডারের মতো সুবিধা পেয়ে সন্তুষ্ট রয়েছেন। অথচ বাংলাদেশ দেশে জেহাদিরা বাংলায় ঢুকে রেশন কার্ড থেকে শুরু করে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট সবই বানিয়ে নিচ্ছে। অনেকেই নাম ভাড়িয়ে পাসপোর্ট বানাচ্ছে। সেই পাসপোর্টকে হাতিয়ার করে তাঁরা ভিন দেশেও যাচ্ছেন।' তাঁর সংযোজন, বঙ্গের সনাতনীরা এখনও সজাগ না হলে, আগামীদিনে তাদের বাংলা ছেড়ে পালাতে হবে। বিজেপি নেতা অর্জুন সিং আরও বলেন, আরজিকর কাণ্ডের সময় দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছে। দুর্নীতির অভিযোগে আরজি কর হাসপাতালে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে গ্রেপ্তার হয়ে জেলও খাটতে হয়েছে। পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে গেরুয়া শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং বলেন, 'বামজমানায় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য থাকাকালীন জাল কীট কেলেঙ্কারি হয়েছিল। বর্তমান শাসক ঘনিষ্ঠ গোবিন্দ সারদার কোম্পানি সেইসময় জাল কীটের যোগান দিয়েছিল। তৎকালীন সময়ে ওই কোম্পানির কর্তারা জেলেও গিয়েছিলেন। ভেজাল স্যালাইনের হাত ধরে রাজ্যে ফের সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে।' ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে বাম-কংগ্রেসকে তীব্র নিশানা করেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস আর সিপিআইএম তৃণমূলকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে বেশি মাতামাতি করে বাম-কংগ্রেস। তাঁর কথায়, '৩৪ বছর ধরে সিপিএম মুসলিম কমরেডদের সেক্যুলার বানাতে পারলো না। অথচ হিন্দু কমরেডদের ওরা সেক্যুলার বানালো। ফলস্বরূপ, ভোট ভাগাভাগির জেরে বাংলায় এখন জেহাদি সরকার চলছে।'

বিজেপি করার অপরাধেই বারবার তলব: পবন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপি করার অপরাধেই তদন্তের নামে তাঁকে বারবার তলব করা হচ্ছে। এমনটাই দাবি প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের ছেলে তথা ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পবন কুমার সিংয়ের। প্রসঙ্গত, পুরানো একটি মামলায় এর আগে দু'বার তাঁকে তলব করেছিল সিআইডি। যদিও তিনি তদন্তকারীদের মুখোমুখি হননি। সোমবার ফের তাঁকে তলব করা হয় সিআইডি'র তরফে। সেই তলবে সাড়া দিয়ে এদিন ভবানী ভবনের তদন্তকারীদের মুখোমুখি হন বিজেপি বিধায়ক পবন কুমার সিং। এদিন তাঁকে চার ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। জগদ্দলের মজদুর ভবন থেকে এদিন বেরোনোর সময় পবন দাবি করেন, বিজেপি করার অপরাধে তাঁকে বারবার ডেকে হেনস্থা করা হচ্ছে। পবন জানান, ২০১৮ সালে ভাটপাড়া পুরসভা থেকে একটা কাজের বরাত পেয়েছিল হাওড়ার একটি কোম্পানি। যদিও তিনি সেই কোম্পানির 'ঘুমন্ত'পার্টনার ছিলেন। তৎকালীন সময়ে তিনি ব্যবসার কাজে বিদেশে থাকতেন। তাঁর দাবি, উক্ত কোম্পানি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে পারেনি। তাই পুরসভার কাছে আরও কিছুদিন সময় চেয়েছিল ওই কোম্পানি। কিন্তু কাজ সম্পন্ন করার জন্য পুরসভা অতিরিক্ত সময় দেয়নি। বিধায়ক আরও জানান, ২০২০ সালের ২৮ জুলাই ভাটপাড়া পুরসভা সেই কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করে। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিডি ডিপার্টমেন্ট তাঁকে দু'বার ডেকে জিজ্ঞাসাবাদও করেছিল। সেই মামলায় এবার ফের সিআইডি তলব করেছিল। পবনের দাবি, তাঁর বাবা যখন তৃণমূলে চলে গিয়েছিল। তখন মামলাটি 'হোল্ড আপ' ছিল। বাবা এখন বিজেপিতে। তাই ফের মামলাটি 'ওপেন' করা হয়েছে। পবনের কথায়, তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত মামলার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ রয়েছে। তবুও তদন্তের নামে বারবার ডেকে তাঁকে হয়রানি করা হচ্ছে।

স্যালাইনকাণ্ডে 'আরজি করের ভূত' দেখছেন কুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্যালাইনকাণ্ডে বিস্ফোরক মন্তব্য তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষের। আরজি কর কাণ্ডে আন্দোলনকারীরা এই কাজে জড়িত কি না, তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন এবার প্রশ্ন তুললেন তিনি। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে 'বিষাক্ত' স্যালাইনকাণ্ডে প্রসূতির মৃত্যু নিয়ে এদিন কুণাল বলেন, 'কোনও বিভাগের কোনও ক্ষতি হয়নি। ক্ষতি হয়েছে শুধু গাইনি বিভাগের। আবার সব মহিলা রোগীর ক্ষতি হয়নি। হয়েছে শুধু ১সি ইউনিটের প্রসূতিদের।' সঙ্গে এও জানান, সেখানে যিনি সিনিয়র চিকিৎসক ছিলেন, অ্যানাস্থেসিয়ার দায়িত্বে যিনি ছিলেন, সেগুলো খতিয়ে দেখুন তদন্তকারীরা। ওই হাসপাতালের কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারিক আরজি করের সময় বিক্ষোভ, সরকার বিরোধী কাজে জড়িত ছিলেন কি না। একটা কুৎসা করে যে চক্রান্ত সফল হয়নি। এখন কেউ কোনও চক্রান্ত করছেন কি না, সেগুলো সামনে আনা হোক। কুণালের অভিযোগের জবাব দিয়ে আরজি কর কাণ্ডে আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তার অনিকেত মাহাতো বলেন, 'কোনও রোগীর মৃত্যু হলে দু'জন দুঃখ পান, এক তাঁর পরিবার, দুই তাঁর চিকিৎসক। দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাতে চাই, যেকোনও শাসকই আন্দোলনের জুজু দেখেন। তার কাছে আন্দোলন সবসময়ই ভয়ের। আপনি সেই ভয় দেখুন। কিন্তু, মানুষ হিসেবে মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলবেন না।'

দমদম সংশোধনাগারে বসছে নয়া প্রযুক্তির জ্যামার

নিজস্ব প্রতিবেদন: জেলে থেকেও জঙ্গিরা সক্রিয় কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত তারিকুল ইসলাম ওরফে সুমন আনসারুল্লা বাংলা টিমে সদস্য নূর ইসলামের যোগাযোগ রাখার ঘটনায়। আর সেই কারণেই এবার সক্রিয় জেল কর্তৃপক্ষ। রাজ্যের জেলে বসানো হচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির জ্যামার। কারণ, জানা যাচ্ছে ফোর-জি, ফাইভ-জি নেটওয়ার্কে অকেজো বর্তমান জ্যামার। সেই কারণে অপরাধ আটকাতে 'টাওয়ার হারমোনিয়াস কল ব্লকিং সিস্টেম' চালু হচ্ছে রাজ্যের জেলে। তবে এটি চালু হলে সমস্যায় পড়তে পারেন জেল এলাকার বাসিন্দারা। বিশেষ করে দমদম এলাকার বাসিন্দারা পড়তে পারেন সমস্যায়।

সূত্রে খবর, জ্যামারগুলোর প্রযুক্তি টু-জি মোবাইল আটকানোর জন্য। ফলে পুরোনো জ্যামারে টু-জি ফোনের নেটওয়ার্ক ব্লক করা যায়। কিন্তু এখন ফোনে ব্যবহার হয় ফোর-জি এবং ফাইভ-জি নেটওয়ার্ক। ফলে জেলে থাকা জ্যামারগুলো কোনও কাজেই লাগছে না। আর সেই কারণেই রাজ্যের কারা দপ্তর অত্যাধুনিক জ্যামার বসানোর জন্য দরপত্র আহবান বা টেন্ডার ডেকেছে। যার প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে। সূত্রে এ খবরও মিলছে, 'টাওয়ার হারমোনিয়াস কল ব্লকিং সিস্টেম' (টি এইচসিবিএস) নামক জ্যামার শুরু হতে চলেছে রাজ্যের জেলে। ধীরে ধীরে রাজ্যের সেন্ট্রাল বা কেন্দ্রীয় জেলগুলিতে চালু হবে। আপাতত পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে তা হতে চলেছে প্রেসিডেন্সি কিংবা দমদমে। তবে টাওয়ার হারমোনিয়াস কল ব্লকিং সিস্টেম চালু হলে সংশ্লিষ্ট জেল এবং তার আশেপাশের এলাকায় 'নো সিগন্যাল' হতে পারে। কারা দপ্তর সূত্রে খবর, জেল অফিসিয়াল বা আশেপাশের এলাকার কিছু নম্বর যাতে ছাড় পায়। তার বন্দোবস্ত আগে থেকে রাখা থাকবে। তবে সেটা নির্দিষ্ট কিছু নম্বরের জন্য। তবে 'টাওয়ার হরমোনিয়াস কল ব্লকিং সিস্টেম' চালু করতে গিয়ে ভিন রাজ্যে সমস্যায় পড়তে হয়েছে রাজস্থান বা কর্ণাটকের সরকারকে। কারণ, এই সিস্টেমে জেল ও তার আশেপাশের গোটা এলাকার মোবাইল নেটওয়ার্ক সমস্যায় পড়ে যায়। স্থানীয়রা আপত্তি করেন তাতে। বেঙ্গালুরুর পারাপ্পানা অগ্রাহারা সেন্ট্রাল জেলে এই টিএইচসিবিএস চালু করতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল জেল কর্তৃপক্ষকে। প্রায় ১৫ হাজার মানুষ সমস্যায় পড়েছিলেন। তারপরে এই সিস্টেমে কিছু বদল করে হয়। জ্যামারের ক্ষমতা কিছুটা কমানো হয়েছিল। একইভাবে এত মানুষ না হলেও বসতি এলাকার কাছাকাছি হওয়ায় জয়পুরের সেন্ট্রাল জেলে এই জ্যামার বসানোর পরে স্থানীয় মানুষদের ফোনের নেটওয়ার্ক পেতে সমস্যা হচ্ছিল। সেই সব জায়গা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আগেভাগে কিছু নম্বরের ছাড়ের কথা ভাবছে রাজ্যের কারা দপ্তর।

সাগর কেড়ে নেয়, আবার মিলিয়েও দেয়..

হারিয়ে যাওয়া বাবা-ছেলেকে এক করল বজরঙ্গ পরিষদ

সিদ্ধার্থ সিংহ

লোকটা নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন। এসেছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থেকে। চারজন একসঙ্গে। তিন নম্বর রাস্তা দিয়ে গিয়ে সবাই মিলে সাগরে ডুব দিয়েছিলেন। তারপর পোশাক-আশাক ছেড়ে কপিলমুনির আশ্রমে। না, ভিতরে নয়, জনস্রোত যেভাবে বাঁশের বেঁধে দেওয়া সরু করিডর ধরে এঁকেবেঁকে যাচ্ছিল, তাঁরাও তাতে গা ভাসিয়েছিলেন।

মন্দিরের সামনে গিয়ে উঁচু চাতালে বসে থাকা পুরোহিতদের হাতে ডালা তুলে দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আবার জনস্রোতের ধাক্কাতেই চলে যাচ্ছিলেন বাইরের পথের দিকে। অন্যান্যদের মতো তাঁরাও বেশ খানিকটা বাইরের দিকে চলে এসেছিলেন। হঠাৎ দেখেন তার বাবা নেই। বাবার বয়স ৭০। নাম তারাপদ সর্দার। তারপরেই শুরু হয় খোঁজ। খোঁজ খোঁজ আর খোঁজ। তার বাবাকে পাওয়া গেল না। অগত্যা মেলার স্বেচ্ছাসেবকদের তৎপরতায় পুলিশি হস্তক্ষেপে তাঁকে নিয়ে আসা হল এই বজরঙ্গ পরিষদে।

যাঁরা হারিয়ে যাওয়া লোকজনদের নাম খাতায় লিখে মাইকে বারবার ঘোষণা করেন, তাঁদের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলেও সামনের ভিড় ঠেলে কিছুতেই আর এগোতে পারেননি।

অবশেষে এখানকারই একজন তাঁকে কাঁদতে দেখে উপর তলায় নিয়ে গিয়ে তাঁর বাবা এবং নাম-ঠিকানা লিখে বারবার তাঁর বাবার নাম ঘোষণা করতে থাকেন। কিন্তু ছেলের তখন একটাই চিন্তা, বাবা কি এই ঘোষণা শুনতে পারবেন! তিনি তো কানে কম শোনেন। ওরা যেমন বাবার খোঁজ করতে করতে এখানে এসে পৌঁছেছেন ওঁর বাবাও লোকজনকে 'আমি আমার লোকজনদের খুঁজে পাচ্ছি না' বলে বলে এখানে এসেছেন। অবশেষে তাঁদের মিলিয়ে দিয়েছেন ঈশ্বর।

এক সময় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রাম-গঞ্জগ্রাম থেকে বহু বয়স্ক লোকেরা গঙ্গাসাগরে আসতেন। যাঁরা আসতেন, গ্রামের লোকেরা ধরেই নিতেন তিনি আর ফিরে আসবেন না। মনে করা হত, সাগরসঙ্গমে মৃত্যু হলে সরাসরি স্বর্গে চলে যাওয়া যায়। তাই কেউ গঙ্গাসাগরে রওনা হলে তাঁকে দেখার জন্য গোটা গ্রাম ভেঙে পড়ত। শেষবারের মতো একবার চাক্ষুষ করার জন্য। নিজে যেতে না পারলেও, কেউ একজন পুণ্যি করতে যাচ্ছেন, সেই পুণ্যবান লোকটিকে একঝলক দেখাও কি কম সৌভাগ্যের?

তখন লোকের মুখে মুখে একটা প্রবাদ খুব চালু ছিল---'সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার।' কিন্তু গত কয়েক বছরে রাজ্য সরকার যে সব সদর্থক পদক্ষেপ নিয়েছে তাতে জীবনে শুধু একবার নয়, বছরেও একবার নয়, যে কোনও দিন, ইচ্ছে করলে প্রতিদিন কলকাতা থেকে সকালে রওনা হয়ে গঙ্গাসাগরে কাটিয়ে, সমুদ্রে বারকতক ডুব দিয়ে,

কপিল মুনির আশ্রম দর্শন করে রাত নামার অনেক আগেই অনায়াসে ফিরে যেতে পারেন শহরে। কিন্তু সবাই কি ফিরতে পারেন? বজরঙ্গ পরিষদের জয়েন্ট সেক্রেটারি শ্যামসুন্দর শরাফ বললেন, এই মেলায় এসে বহু লোকই হারিয়ে যায়। বজরঙ্গ পরিষদের ক্যাপ্টেন প্রহ্লাদ কয়াল বললেন, যেহেতু এই মেলায় হারিয়ে যাওয়া লোকেদের তাদের সঙ্গী বা অভিভাবকদের হাতে তুলে দাওয়াটাই আমাদের অন্যতম প্রধান কাজ। এ ক্ষেত্রে মেলা কর্তৃপক্ষ যেহেতু বারবার আমাদের সংস্থার নামই ঘোষণা করে, তাই এই মেলায় হারিয়ে যাওয়া সিংহভাগ লোকই আমাদের শিবিরে এসে যোগাযোগ করেন।

বজরঙ্গ পরিষদের প্রাক্তন সেক্রেটারি এবং কনভেনার মনোজ চাঁদ গোঠিয়া বললেন, 'গতকাল পর্যন্ত ১৫১৭ জন হারানো লোকের নাম আমরা নথিভুক্ত করেছি। তার মধ্যে ৮০০ জনকে তুলে দিতে পেরেছি তাঁদের প্রিয়জনদের হাতে।' জিজ্ঞেস করলাম, যাঁরা তাঁদের হারিয়ে যাওয়া লোকের জন্য অপেক্ষা করছেন কিংবা যিনি হারিয়ে গেছেন, তাঁদের সঙ্গীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছেন, আপনারা যদি দুয়ে দুয়ে চার করতে না পারেন তখন কী করবেন?

মনোজবাবু বললেন, 'মেলার মধ্যে হারালে আমরা তো তাঁকে খুঁজে পাবই। কারণ আমাদের ৮৪ জন সদস্য এই কর্মযোগে শামিল রয়েছেন। কীভাবে হারিয়ে যাওয়া লোককে উদ্ধার করতে হয় সেটা তাঁরা জানেন। ফলে হারিয়ে যাওয়া লোককে খুঁজে পাওয়া আমাদের কাছে এমন আহামরি কোনও ব্যাপার নয়। কিন্তু যিনি হারিয়ে গেছেন তাঁর প্রিয়জনেরা যদি তাঁকে না নিয়েই বাড়ি ফিরে যান, তা হলে আমাদের কিছু করার থাকে না। এরকম বেশ কিছু জন গত দু'দিন ধরে আমাদের এই শিবিরে আছেন। তাঁদের খাওয়াদাওয়া, থাকা, জামাকাপড় দেওয়ার যাবতীয় বন্দোবস্ত আমরা করেছি।'

উনি আরও বললেন, 'যাঁরা আছেন তাঁদের নিকটজনকে খুঁজে না পেলে সতেরোই জানুয়ারি মেলা শেষ হওয়ার পরে আমরা তাঁদের নিয়ে যাব কলকাতার বড়বাজারের কাছে আমাদের প্রধান কার্যালয়ে। সেখানে আমাদের একটি ধর্মশালা আছে। সেখানে রাখব। যদি কেউ তাঁর বাড়ির সন্ধান দিতে না পারেন কিংবা ঠিকানা বলতে না পারেন সে ক্ষেত্রে আমরা পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করব। সরকারি নিয়মকানুন মেনে এগোব। আর যাঁরা তাঁদের বাড়ির হদিশ দিতে পারবেন আমরা আমাদের খরচে এবং দায়িত্বে তাঁদের বাড়িতে পৌঁছে দেব। এটা আমরা সেই ১৯১৮ সাল থেকে করে আসছি। আমাদের সংস্থার এই ১০৬ বছরের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত ব্যর্থতার কোনও নজির নেই।'

নজির যে নেই সেটা বুঝলাম জয়নগর থেকে আসা ৭০ বছর বয়স্ক তারাপদ সর্দারকে খুঁজে পেয়ে তাঁর ছেলের অমন হাউহাউ করে কান্না দেখে। কাউকে খুঁজে না পেলে মানুষ তো কাঁদবেই। কিন্তু কাউকে খুঁজে পাওয়ার পরে যে কান্না, সেটাই তো আসল কান্না। আনন্দের কান্না। আর সেই আনন্দের কান্নাই এত বছর ধরে গঙ্গাসাগর মেলায় দিয়ে আসছেন এই বজরঙ্গ পরিষদ।

ভিন্ন সংগঠনের পৃথক সিদ্ধান্তে পাউরুটি মিলছে পুরনো দামেও

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতাতেই বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন দামে পাউরুটি। কোথাও ৪০০ গ্রাম পাউরুটির দাম ৩২ টাকা, ২০০ গ্রামের দাম ১৬ টাকা তো আবার কোথাও এই একই পাউরুটির দাম ৩৬ আর ১৮ টাকা। তবে ভিন্ন ব্র্যান্ডের। পাউরুটির ব্র্যান্ড ভিন্ন বলে তার কোয়ালিটি যে ভীষণ রকম আলাদা তাও নয়। আদতে কলকাতা সহ রাজ্যের এই সব বেকারিগুলো চলে এসেছে দুটো সংগঠনের ছাতার তলায়। যার একটি হল জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকারিজ অ্যাসোসিয়েশন আর অপরটি ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাস্যোসিয়েশন। আর এই পাউরুটির দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকারিজ অ্যাসোসিয়েশন। কারণ, এদের দাবি ছিল ময়দা, চিনি, ইস্টের মতো কাঁচামালের দাম ছ'মাসে ৩৬ শতাংশের বেশি মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। এদিকে এর আগে পাউরুটির শেষ দামবৃদ্ধি ঘটেছে ২০২২ সালে। দু'বার পাউরুটির দাম বেড়েছিল। দু'বছর বাদে বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্ত। আর সেই কারণেই এই সংগঠনের ছত্রছায়ায় যে সব বেকারি রয়েছে তারা একলপ্তে এক পাউন্ড পাউরুটির দাম ৪ টাকা, হাফ পাউন্ডের দাম ২ টাকা করে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এরপরই নববর্ষের প্রথম থেকে কলকাতায় পাউরুটির দাম বৃদ্ধি নজরেও আসে। তবে এ বারের দাম বাড়ানো নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি বলেও জানিয়েছিলেন তাঁরা।

এর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাস্যোসিয়েশন। পাউরুটির দাম বৃদ্ধি হতে দিতে রাজি নন এরা। ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাস্যোসিয়েশনের শীর্ষকর্তা আরিফুল ইসলাম দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকারিজ অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে যে কারণ দেখানো হয়েছে তা নস্যাৎ করে জানান, কলকাতার হাতেগোনা বেকারি মালিক পাউরুটির এই দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে এটা যে অত্যন্ত হঠকারী একটি সিদ্ধান্ত তা জানাতে ভোলেননি আরিফুল ইসলাম। আর সেই কারণে তাঁদের সদস্যেরা পুরনো দামেই পাউরুটি অর্থাৎ পাউন্ড প্রতি ৩২ টাকা ও হাফ পাউন্ড ১৬ টাকাতেই বিক্রি করবেন বলেও স্থির করেছেন। দুই সংগঠনের দুই সিদ্ধান্তের জেরে কলকাতায় পাউরুটির দাম নিয়ে তৈরি হয়েছে এমনই এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি। পাউরুটির দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে গিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষকর্তা আরিফুল ইসলাম সামনে আনেন বেশ কিছু তথ্যও। সঙ্গে বিদ্ধ করতেও ছাড়েননি জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকারিজ অ্যাসোসিয়েশনকে। তিনি এও জানান,পাউরুটির দাম বৃদ্ধির পিছনে যে ময়দার দাম বৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে তা বছরের বিভিন্ন সময়ে ওঠানামা করতে থাকে বলেও জানান তিনি। আর এই ধরনের ব্যবসায় মালের দাম নির্ধারণের সময় মাথায় রাখা হয়, আগামী দু-তিন বছরে কাঁচামালের সাম্ভাব্য মূল্যবৃদ্ধিও। এদিকে ময়দার দাম এখনই এমন কোন পর্যায়ে গিয়ে কখওনই পৌঁছায়নি যে এর জন্য পাউন্ড প্রতি ৪ টাকা দাম বাড়াতে হবে। এরই রেশ ধরে আরিফুল ইসলাম এও জানান,ময়দা এমনই একটা বস্তু যা কারখানায় ফেলে রাখা যায় না। এদিকে আবার ফেব্রুয়ারিতে নতুন গম উঠলেই ময়দার দামও অনেকটাই কমে বাজারে। এই প্রসঙ্গে তিনি এও জানাতে ভোলেননি, ময়দার দামের গ্রাফ নিম্নমুখী হলে পাউরুটির দাম যে কমে আদৌ তা নয়। এই প্রসঙ্গে আরিফুল সামনে আনেন আরও একটি গোপন বাণিজ্যিক তথ্য। তা হল, অনেক সময়েই নজরে আসে বহু বিস্কুট কোম্পানি বিশেষ অফার হিসেবে দাম এক রেখেও ওজন বৃদ্ধি ঘটান বিস্কুটের প্যাকেটে।

সম্পাদকীয়

সমাজমাধ্যমে ‘জনপ্রিয়’ মন্তব্যের প্রভাব কেবল রাজনৈতিক স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে না

ডোনাল্ড ট্রাম্পের কানাডাকে আমেরিকার ৫১তম অঙ্গরাজ্য করার ইচ্ছা প্রকাশের বিরোধিতা করতে গিয়ে ট্রুডো তাঁর ‘এক্স’ পোস্টে লিখেছিলেন, ‘কানাডা কখনওই আমেরিকার ৫১তম রাজ্য হবে না।’ এর উত্তরেই ইলন মাস্ক এই মন্তব্যটি করেন, যার সর্বাঙ্গে নারীবিদ্বেষ। জাস্টিন ট্রুডো এলজিবিটি মানুষের অধিকারের দাবিতে কথা বলেছেন, আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে স্বর তুলেছেন বরাবর, বিরোধিতা করেছেন উগ্র জাতীয়তাবাদেরও। ট্রুডো সমকামী নন, কিন্তু সমকামীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি থাকার কারণে অনেক সময় তিনি সমাজমাধ্যমে বিদ্রুপের শিকার হয়েছেন এর আগে। তবে ইলন মাস্ক এ বার যা বললেন, তা ডিজিটাল-সহবত ও সভ্যতার চরম লঙ্ঘন; বললে ভুল বলা হয় কি? সমাজতাত্ত্বিকরা বলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কমবেশি নারী ও পুরুষের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। পরিবেশ ও পরিস্থিতির বিচারে তার আলাদা আলাদা প্রকাশ হয়ে থাকে। মাস্কের ‘গার্ল’ শব্দ প্রয়োগ ট্রুডোর প্রতি যে অশোভন শ্রেণি/লিঙ্গভিত্তিক ধারণা ও উপহাস-প্রবণতাকে প্রকাশ করেছে, তা অতি কুরুচিকর ও অশোভন। এটি কেবলমাত্র ট্রুডোকেই অসম্মান নয়, নারীসত্তার ধারণাকেও অবমাননা করার একটি স্পষ্ট উদাহরণ। এক জন বিশ্বনেতার প্রতি এ ধরনের বাচিক হিংসা গণতান্ত্রিক ও সভ্য সমাজে কোনো ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এ কথাও মনে রাখার, সমাজমাধ্যমে ‘জনপ্রিয়’ ব্যক্তিদের মন্তব্যের প্রভাব কেবল রাজনৈতিক স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সাধারণ মানুষের মনোভাবেও তা প্রতিফলিত হয়। ইলন মাস্ক কোনও ‘সাধারণ’ মানুষ নন। ‘এক্স’ কোম্পানির মালিক তিনি। জানা নেই, তাঁকে এই মন্তব্য মুছতে বাধ্য করা হবে কি না, বা তাঁর বিরুদ্ধে কোনও আইন আদৌ বলবৎ হবে কি না। জাস্টিন ট্রুডোও হয়তো শেষ পর্যন্ত এ ঘটনা এড়িয়ে যাবেন। কিন্তু বিশ্ব জুড়ে মানুষ দেখলেন মাস্কের এই অন্যায়। আমাদের দেশে এখনও বাড়ির মেয়ে অন্য ধর্মে-বর্ণে বিবাহ করলে চরম ঝুঁকি এমনকি জীবনাশঙ্কারও সম্মুখীন হয়, প্রিয়জনদের হাতেই। ইলন মাস্কের আচরণও সেই সর্বনিয়ন্তা ‘জ্যাঠামশাই’দের মতো। তাঁর ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের কারণে তাঁকে এক সময় অতিমানব বলে ভাবা শুরু হয়েছিল। অথচ, তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করে দিলেন, মানুষ হিসেবে একুশ শতকে আমরা এতটুকু এগোইনি। আশঙ্কা, এর ফলে বিশ্বের নির্যাতনকারী পুরুষতন্ত্রের ধারক-বাহকেরা আরও সাহস পেয়ে যাবে। ফলে, আরও বাড়বে ডিজিটাল নির্যাতন, ডিজিটাল হয়রানি।

শব্দবাণ-১৬১

■	■	১			২	■
৩			■	■		■
	■		■	৪		৫
	■	■	■	■	■	
৬	৭		■	৮	■	
■		■	■	৯		
■	১০				■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. জীবদেহধারী দেবতা ৩. নূপুর ৪. খুন, হত্যা ৬. গোলন্দাজ সৈন্য ৯. সংবাদ ১০. প্রভু, মালিক।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বন, জঙ্গল ২. রুপো ৩. মনের ভিতরের ৫. রাবণ ৭. অনেকে এটা বলতে চায় না ৮. বর্ণ।

সমাধান: শব্দবাণ-১৬০

পাশাপাশি: ২. জবাকুসুম ৫. জুড়ি ৬. বদ ৭. দম ৮. শাদি ১০. হিমসাগর ।

উপর-নীচ: ১. অসু ২. জবাবদিহি ৩. কুশি ৪. মজুমদার ৯. বাসা ১১. মহী।

জন্মদিন

আজকের দিন

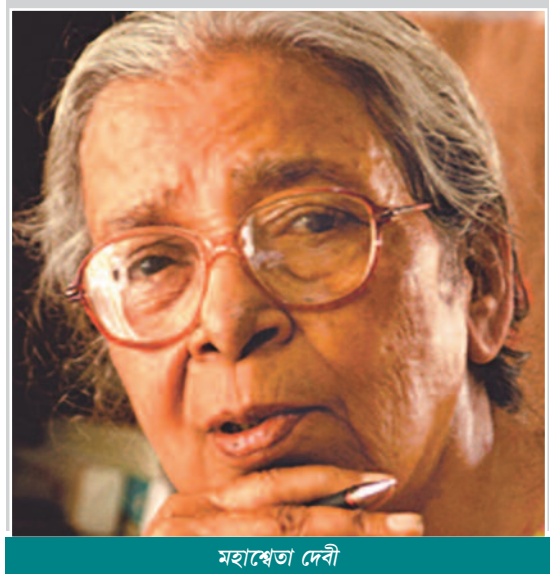

মহাশ্বেতা দেবী

১৯২৬ *বিশিষ্ট লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর জন্মদিন।*
১৯২৯ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শ্যামল মিত্রের জন্মদিন।*
১৯৬৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সীমা বিশ্বাসের জন্মদিন।*

মোদি’র প্রচেষ্টায় বিগত এক দশকে তথ্যপ্রযুক্তি, রেল, ডাক ব্যবস্থার উন্নত পরিষেবা দেশবাসীর দরজায়

প্রদীপ মারিক

বিশ্বের সেরা নেতা নরেন্দ্র মোদি কেবল মাত্র ভারতবাসীর কথা ভাবেন না সারা বিশ্বের কথা ভাবেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ‘ভবিষ্যতের লক্ষ্যে শীর্ষ সম্মেলন’-এর মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ‘বিশ্বের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনাকালে মানবকেন্দ্রিক উদ্যোগ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সর্বপ্রথম গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন’। ২০২৩ সালের ডিজিটাল ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষা আইন, সাধারণত ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন আইন (DPDP) আইন হিসাবে পরিচিত এটি ভারতের ডেটা গোপনীয়তা আইন। এটি ব্যক্তিদের অধিকার এবং ডেটা প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতির একটি সূক্ষ্ম মিশ্রণ। ৩ রা জানুয়ারী, ২০২৫-এ, ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন আইন (DPDP) নিয়মগুলিও প্রকাশ করেছে যাতে সম্মতির জন্য অপারেশনাল কাঠামোর বিশদ বিবরণ রয়েছে। বিখ্যাত পুত্রস্বামী রায় গোপনীয়তার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর থেকে, ডিজিটাল গোপনীয়তা দেশে একটি আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে। এখন যেহেতু ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন আইন (DPDP) আইন রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়েছে, ভারত তার ডিজিটাল গোপনীয়তার যুগে প্রবেশ করতে প্রস্তুত এই নিয়মনীতিগুলি চূড়ান্ত হওয়ার পর চালু হবে ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন আইন, যা দেশের নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণের অধিকারকে নিশ্চিত করে তুলবে। ক্ষমতায়নের এক নতুন যুগ বর্তমান বিশ্বে ডেটার প্রয়োজন ও চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। প্রস্তাবিত নিয়মনীতিগুলি দেশের নাগরিকদের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি তাঁদের অধিকারকে নিশ্চিত করবে। সংশ্লিষ্ট ডেটা সংরক্ষণে নাগরিকদের সম্মতি, প্রয়োজনে ওই তথ্য মুছে দেওয়া এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে উত্তরসূরি মনোনয়নের মতো বিষয়গুলিকে গুরুত্বের সঙ্গে আমরা বিবেচনা করতে পারব। গণতন্ত্র দীর্ঘকাল ধরে একটি গভীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ধারণা। গণতন্ত্রের মূল্য রাজনৈতিক সমতার মূল নীতির উপর নির্ভর করে। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের প্রতি মর্যাদা এবং সম্মান দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থার বিকাশের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে প্রয়োজনীয় স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতা দিয়েছে। দেশবাসীর বিকাশ নির্ভর করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ওপর। জম্মু কাশ্মীরের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নতুন জম্মু রেলওয়ে বিভাগের উদ্বোধন করলেন, যা এই অঞ্চলের রেল পরিকাঠামোতে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত হল। জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূলধারার সাথে একত্রিত করার ক্ষেত্রে এই নতুন রেলওয়ে বিভাগের উদ্বোধন তাই তাৎপর্য পূর্ণ হয়ে উঠলো। আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতির পুনর্নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের বৃদ্ধির গতিপথের সাথে সংযুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে উঠবে। নতুন জম্মু রেলওয়ে বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ জংশনে পরিণত হতে চলেছে, যা এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে যাত্রী ও মালবাহী ট্রেন চলাচল বৃদ্ধি পাবে। বন্দে ভারত ট্রেনের প্রবর্তন এবং সংগালদানের মতো ছোট স্টেশনগুলির মাধ্যমে সংযোগ বাড়ানো, আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে রূপান্তরিত করবে এই বিভাগ। রেলের পরিকাঠামো উন্নতির জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রয়াস কে প্রশংসা করেছেন জম্মু কাশ্মীরের জনগণ। ৭৪২.১ কিলোমিটার দীর্ঘ জম্মু রেলওয়ে বিভাগ পাঠানকোট, জম্মু, উধমপুর, শ্রীনগর এবং বারামুল্লা’র পাশাপাশি ভোগপুর সিরওয়াল-পাঠানকোট, বাটালা-পাঠানকোট এবং পাঠানকোট-জোগিন্দর নগর নিয়ে গঠিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে জম্মু রেলওয়ে স্টেশনে এসেছিল প্রথম ট্রেন কিন্তু তার পরে ৫০ বছর ধরে কোনও অগ্রগতি হয়নি, প্রশাসনিক অদক্ষতা, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব দেখিয়ে তদানিন্তন কংগ্রেস সরকার কাশ্মীরকে ভারতের বাকি অংশের সাথে রেল যোগাযোগের মাধ্যমে একত্রিত করার আশানুরূপ সদিচ্ছা দেখায় নি। নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ৫০ বছরের ব্যবধানে জম্মু কাশ্মীরে রেলের সম্প্রসারণ কাজ পুনরায় শুরু করেন যা অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ২০২৩-২৫ সালে ক্যাপেক্সের পরিপূরক হিসাবে ৩,২৬০ কোটি রুপি নেট রাজস্ব তৈরি রেল মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিত উল্লেখিত হয়েছে। এই বছরের ই বাজেটে, শিল্প উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে, কৌশলগত নোডগুলিতে শিল্প ক্লাস্টারগুলি বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোকে সমর্থন করে বিশাখাপত্তনম-চেন্নাই শিল্প করিডোরে কোপার্থি, অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ-বেঙ্গালুরু শিল্প করিডোরে ওরভাকল, এবং অমৃতসর-কলকাতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোরে গয়া বিহারকে যুক্ত করা হয়েছে। ভারতীয় রেলওয়ে প্রধানমন্ত্রী গতি শক্তি মিশনের অধীনে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য একটি নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, তিনটি অর্থনৈতিক রেল করিডোর চিহ্নিত করেছে। শক্তি, খনিজ এবং সিমেন্ট করিডোর (১৯২ প্রকল্প), বন্দর সংযোগ করিডোর (৪৩ প্রকল্প) এবং উচ্চ ট্রাফিক ঘনত্ব করিডোর (২০০ প্রকল্প)। সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলি হল ক্ষমতা বৃদ্ধি, উচ্চ-ঘনত্বের নেটওয়ার্কগুলির যানজট কমানো, লজিস্টিক খরচ হ্রাস করা, যাত্রীদের অভিজ্ঞতা বাড়ানো এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। শ্রী গুরু গোবিন্দ সিং-জির জয়ন্তী উপলক্ষে মোদি বলেছেন, গুরু গোবিন্দের শিক্ষা ও জীবন শক্তিশালী সমৃদ্ধ দেশের ভাবনাকে অনুপ্রাণিত করেছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভারতের দ্রুত অগ্রগতির প্রশংসা করে মোদি বলেছেন, ২০২৫-এর শুরু থেকে ভারত তার উদ্যোগে গতি এনেছে, মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক ১ হাজার কিলোমিটারের বেশি প্রসারের মাধ্যমে। দিল্লি মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধনের পাশাপাশি দিল্লি-এনসিআর-এর জন্য নমো ভারত ট্রেনের উদ্বোধন করেছেন মোদি। সমগ্র দেশ একসঙ্গে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে রেল সম্প্রসারণ এবং আধুনিকতার জন্য। জম্মু ও কাশ্মীর, ওড়িশা ও তেলেঙ্গানায় প্রকল্পের সূচনা উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণাঞ্চলে আধুনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ। দেশবাসীর স্বার্থে মোদি, ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’-এর মন্ত্র উন্নত ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে সাহায্য করছে। ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরের মতো আধুনিক রেল নেটওয়ার্কের কাজ দেশের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করছে। এইসব বিশেষ করিডর রেললাইনের ওপর চাপ কমাবে এবং হাই-স্পিড ট্রেনের জন্য আরও সুযোগ তৈরি করবে। মেড ইন ইন্ডিয়া-র আদর্শে রেলও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। মেট্রো এবং অন্য ট্রেনের জন্য আধুনিক কামরা তৈরি হচ্ছে, স্টেশনগুলিকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে, স্টেশনে স্টেশনে সৌর প্যানেল বসানো হচ্ছে, রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ‘এক স্টেশন, এক পণ্য’-এর স্টল বসানো হচ্ছে। এইসব উদ্যোগ রেলওয়ে ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের নতুন নতুন সুযোগ তৈরি করছে। মোদি বলেছেন, ‘গত এক দশকে কয়েক লক্ষ তরুণ-তরুণী রেলে সরকারি স্থায়ী চাকরি পেয়েছেন। নতুন ট্রেনের কামরা তৈরির জন্য কারখানাগুলিতে কাঁচামালের চাহিদা অন্যান্য ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থানের সুযোগ এনে দিয়েছে।’ রেলের বিশেষ দক্ষতার কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের প্রথম গতি শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত করেছে। রেলওয়ে নেটওয়ার্ক যত প্রসারিত হচ্ছে, তত নতুন নতুন ডিভিশন, সদর দপ্তর স্থাপিত হচ্ছে। এতে উপকৃত হচ্ছে জম্মু, কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং লেহ-লাদাখের মতো অঞ্চলগুলি। উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুলা রেললাইন নিয়ে সারা দেশে আজ আলোচনা হচ্ছে। চেনাব সেতু সম্পূর্ণ হলে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলওয়ে এই আর্চ ব্রিজ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে জুড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। লেহ-লাদাখের মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হবে। দেশের প্রথম কেবল-ভিত্তিক রেলওয়ে সেতু আঞ্জিখার ব্রিজ এই প্রকল্পেরই অংশ। চেনাব সেতু এবং আঞ্জিখার সেতু ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে একটি নজির যা এই অঞ্চলের সমৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করছে। বিগত এক দশকে উড়িষ্যায় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভূত উন্নতি করেছে মোদি সরকার। উড়িষ্যায় প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ এবং দীর্ঘ উপকূল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা অঞ্চল হয়ে উঠেছে। বর্তমানে ৭০ হাজার কোটি টাকার বেশি মূল্যের একাধিক রেল প্রকল্প ওই রাজ্যে চলছে। সাতটি গতি শক্তি কার্গো টার্মিনালের কাজ হচ্ছে যা শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটাবে। এরই মধ্যে মোদি ওড়িশার রায়গড়া রেলওয়ে ডিভিশনের শিলান্যাস করে রাজ্যের রেলওয়ে পরিকাঠামো বৃদ্ধির মাধ্যমে পর্যটন, বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটালেন এই ফলে দক্ষিণ উড়িষ্যায় যেখানে আদিবাসী মানুষের বাস বেশি তারাই বেশি উপকৃত হবেন। তেলেঙ্গানায় চারলাপল্লীতে অন্যতম নতুন মডেল টার্মিনাল স্টেশনের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আউটার রিং রোডের সঙ্গে সংযুক্ত করার মাধ্যমে আঞ্চলিক উন্নয়নের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। এই স্টেশন আউটার রিং রোডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাবে। নতুন টার্মিনালটি সেকেন্দ্রাবাদ, হায়দরাবাদ, কাছিগুড়া স্টেশনের ওপর চাপ কমাবে এর ফলে মানুষের যাতায়াত সহজ হবে। মোদির জমানায় বিগত দশ বছরে বিমানবন্দরের সংখ্যা ২০১৪-র ৭৪ থেকে আজ বেড়ে হয়েছে ১৫০ এবং মেট্রো পরিষেবা পাঁচটি শহর থেকে বেড়ে দেশের ২১টি শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের প্রতিটি নাগরিকের স্বপ্নের বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে একটি বৃহত্তর পথমানচিত্রের অঙ্গ এই প্রকল্পগুলি। ভারতের উন্নয়নে আস্থা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সমগ্র ভারতবাসী একসঙ্গে এই অগ্রগতিকে আরও বাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারব। তিনি এই মাইলফলকের জন্য ভারতের নাগরিকদের অভিনন্দন জানান এবং দেশ গঠনে সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনরায় ব্যক্ত করেন। সমগ্র দেশ বাসীর কথা ভাবেন মোদি। মোদির জন্যই ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মেট্রো নেটওয়ার্কের আবাসস্থল হয়ে উঠেছে, ১১ টি রাজ্য এবং ২৩ টি শহরে ১,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি জুড়ে রয়েছে মেট্রো রেলওয়ে , যা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত, সহজ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের ভ্রমণের উপায় প্রদান করে ভারত ২০২২ সালেই মেট্রো রেল প্রকল্পগুলিতে জাপানকে ও ছাড়িয়ে গেছে। বর্তমানে, ভারত কার্যকরী মেট্রো নেটওয়ার্কে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মেট্রো নেটওয়ার্ক হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা, দক্ষিণ পূর্ব রেলের শিয়ালদহ শাখার রেল উন্নয়নের সদস্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনার আর এস এসের হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, রাষ্ট্রীয় জনশক্তি মঞ্চ, সনাতনী সেবক সংঘের কার্যকরী দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্য মহুয়া উপাধ্যায় পাল মনে করেন, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর উন্নতির কথা ভাবেন একমাত্র মোদি’র নেতৃত্বে এনডিএ সরকার। বিগত এক দশকে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে রেলের পরিকাঠামো , ডাক বাবস্থ্যা উন্নতি করে মোদি, ‘সবকা সাথ সবকা বিকাশ’ ত্বরান্বিত করেছেন। মোদি হলেন বিশ্ববরেণ্য সেই শীর্ষ নেতা, যিনি প্রত্যেকটি ভারতবাসীর জন্য যা বলেন সেই কাজ’ই করে দেখান।

আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতির পুনর্নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের বৃদ্ধির গতিপথের সাথে সংযুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে উঠবে। নতুন জম্মু রেলওয়ে বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ জংশনে পরিণত হতে চলেছে, যা এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে যাত্রী ও মালবাহী ট্রেন চলাচল বৃদ্ধি পাবে। বন্দে ভারত ট্রেনের প্রবর্তন এবং সংগালদানের মতো ছোট স্টেশনগুলির মাধ্যমে সংযোগ বাড়ানো, আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে রূপান্তরিত করবে এই বিভাগ। রেলের পরিকাঠামো উন্নতির জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রয়াস কে প্রশংসা করেছেন জম্মু কাশ্মীরের জনগণ। ৭৪২.১ কিলোমিটার দীর্ঘ জম্মু রেলওয়ে বিভাগ পাঠানকোট, জম্মু, উধমপুর, শ্রীনগর এবং বারামুল্লা’র পাশাপাশি ভোগপুর সিরওয়াল-পাঠানকোট, বাটালা-পাঠানকোট এবং পাঠানকোট-জোগিন্দর নগর নিয়ে গঠিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে জম্মু রেলওয়ে স্টেশনে এসেছিল প্রথম ট্রেন কিন্তু তার পরে ৫০ বছর ধরে কোনও অগ্রগতি হয়নি, প্রশাসনিক অদক্ষতা, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব দেখিয়ে তদানিন্তন কংগ্রেস সরকার কাশ্মীরকে ভারতের বাকি অংশের সাথে রেল যোগাযোগের মাধ্যমে একত্রিত করার আশানুরূপ সদিচ্ছা দেখায় নি। নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ৫০ বছরের ব্যবধানে জম্মু কাশ্মীরে রেলের সম্প্রসারণ কাজ পুনরায় শুরু করেন যা অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় অপেক্ষা

আয়োজনে খামতি নেই, চেনা ভিড়ে ভাটা গঙ্গাসাগরে

বিপ্লব দাশ

গঙ্গাসাগর: কুম্ভের কারণেই কি গঙ্গাসাগরে চেনা ভিড়ে ভাটা? আমতলা থেকে লট-আট পর্যন্ত অন্যান্যবার যে পরিমাণ বাস রাস্তায় দেখা যেত এবার তার তুলনায় অনেকটা কম। লট-আট এবার ছয়টি জেটিতে যে প বি. মা ণ পুণ্যার্থীদের ভিড় দেখা যেত সাগর স্নানের মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে সেই চেনা ভিড় উধাও। কচুবেড়িয়া থেকে সাগর মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত প্রাইভেট যে সমস্ত গাড়ি প্রতিদিন পুণ্যার্থীদের নিয়ে সাগর যায় তাদের মুখেও এক সুর।

এবার ভিড় বেশ কম। কারণ, কুম্ভমেলা। যদিও প্রশাসন পুণ্যার্থীদের জন্য আয়োজনে কোনও খামতি রাখেনি।

গঙ্গাসাগরে দুর্ঘটনা ও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কড়া জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যেই ৫৫ লক্ষ পুণ্যার্থী এসেছেন গঙ্গাসাগরে। মঙ্গলবার সকাল ৬৫৮ মিনিট থেকে শুরু হবে পুণ্যস্নান। যা চলবে বুধবার সকাল ৬৫৮ মিনিট। কলকাতা থেকেই পুণ্যার্থীরা যাতে সহজে সাগরে যেতে পারেন সেজন্য একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে প্রশাসন। কেউ যাতে দিকভ্রষ্ট না হন তার জন্য ইসরোর তৈরি এনএভিআইসি নামে একটি বিশেষ পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। এর সাহায্যে তীর্থযাত্রীদের বাস, লঞ্চ ও ভেসেলের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে জানা যাবে। এছাড়া তীর্থযাত্রীদের প্রতিটি যানবাহন জিপিএস ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। দুর্ঘটনা রুখতে প্রতিটি গাড়ির গতিসীমা প্রতি ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটারে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য কলকাতা থেকে সাগর পর্যন্ত ১৬টি বাফার জোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেখানে তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মেলা প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে জেটি ঘাটে নজরদারি চালানো হচ্ছে ২৪টি ড্রোনের মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, ১১৫০টি সিসিটিভির মাধ্যমে নজরদারি চালানো হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ৪৬টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ৪০ জনের খোয়া যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে মোট ৪২ জনকে।

সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে হাজির ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মানস ভূইয়া, সুজিত বসু, পুলক রায়, বঙ্কিম হাজরা, রথীন ঘোষ। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলা ঘোষণা না করায় কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। এর পাশাপাশি পুরীর শঙ্করাচার্য মেলার ব্যবস্থাপনা নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তাকে স্বাগত জানান তিনি।

তবে মেলায় সন্ধ্যা আরতি বেশ জমজমাট। গত কয়েকবছর ধরে পুর্ণ্যার্থীদের কাছে সাগর আরতি বিশেষ আকর্ষণ। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শেষ বারের মতো হবে সন্ধ্যা আরতি।

গাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন থেকে প্রতারণার শিকার, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গত কয়েকদিন আগে ছাতনা থানার অন্তর্গত ঝাঁটিপাহাড়ি এলাকার এক যুবক তাঁর একটি চারচাকার গাড়ি অনলাইন অ্যাপে বিক্রি করার বিজ্ঞাপন দেন। সেই বিজ্ঞাপন দেখে কলকাতার এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে গাড়ি কিনতে আগ্রহ দেখান। ফোনে কথাবার্তা হওয়ার পর নির্দিষ্ট করে দেওয়া দিনে ওই ব্যক্তি তাঁর এক প্রতিনিধিকে কলকাতার সিটি ব্যাংকের একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের ডিমান্ড ড্রাফট দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য বাঁকুড়ায় পাঠান। শনিবার থাকায় গাড়িটি কলকাতায় নিয়ে গেলেও ঝাঁটিপাহাড়ি ইউকো ব্যাংকে ডিমান্ড ড্রাফটস্ক্তজমা করতে পারেননি বিক্রয়কারী যুবক। মঙ্গলবার ওই যুবক ব্যাংকে গিয়ে জানতে পারেন তাঁকে দেওয়া ওই ডিমান্ড ড্রাফট আসল নয়। যোগাযোগ করেন ওই ক্রেতার সঙ্গে। প্রথমবার ফোন

রিসিভ করলেও পরবর্তী সময়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা না যাওয়ায় পুলিশের দ্বারস্থ হন প্রতারিত যুবক। অবশেষে ছাতনা থানার ঝাঁটিপাহাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ তদন্তে নেমে কলকাতা থেকে উদ্ধার করে ওই গাড়ি। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে ছাতনা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের নাম সেলিম শেখ (৪০)। অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিকে কলকাতা দত্তপুকুর এলাকা থেকে গাড়ি সমেত পাকড়াও করে পুলিশ। পুলিশের সদর্থক ভূমিকায় খুশি প্রতারিত ওই যুবক। তিনি জানান, এত তাড়াতাড়ি ছাতনা থানার ঝাঁটিপাহাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ গাড়িটিকে উদ্ধার করে দেবেন তা ভাবতেও পারেননি। অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিকে বাঁকুড়া জেলা আদালতে পাঠায় ছাতনা থানার পুলিশ। এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সন্দেহের বশে মারধরে মৃত্যু ব্যক্তির, গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: মেরুয়াতে গোরু চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগ, গ্রেপ্তার ৪, সোমবার ধৃতদের আদালতে পেশ করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, গত বেশ কয়েকদিন ধরেই মেমারির মেরুয়া গ্রাম সহ আশপাশের এলাকায় গোরু চুরি হচ্ছিল, চুরি আটকাতে পরিবারের সদস্যরা গোয়ালে রাতে থাকতে শুরু করে। গত রবিবার ভোররাতে একজনকে গোয়ালের আশে পাশে ঘুরতে দেখে সন্দেহ হওয়ায় তাকে আটকে মারধর শুরু করে স্থানীয়রা। পরে তাকে উদ্ধার করে মেমারী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। যদিও মৃতের নাম পরিচয় জানা যায়নি। মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার চারজন হল মুজিবর শেখ (৪৮), শেখ সুন্দর আলি (৪০), এই দু'জনের বাড়ি মেমারির আমাদপুরের বিজরা মুসলিমপাড়া সংলগ্ন এলাকায়। এবং অপর দু'জন হল ভোলা চৌধুরী (৬০) এবং জয়ন্ত মালিক (৪০) বছর, ভোলা ও জয়ন্তর বাড়ি আমাদপুরের রথতলা সংলগ্ন এলাকায়।

ধৃতদের রবিবার আদালতে পেশ করার সময় ধৃতদের পরিবার পরিজনরা পুলিশ ভ্যানের সামনে গাড়ি আটকে বাধা দিতে যায়, ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে পুলিশ আটক করে।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স রিশব ট্রেড অ্যান্ড ফিনান্স প্রা. লি. রেজিস্টার্ড অফিস ৮ ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে" কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
রিশব ট্রেড অ্যান্ড ফিনান্স প্রা. লি.'এর পক্ষে
স্বা/-
সঞ্জয় গুপ্তা
ডিরেক্টর
ডিন-০১৩২৭৮০১
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩.০১.২০২৫

নোটিস
হরনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজিঃ নম্বর- ৮৫(এন)
তাং- ০২/০৫/১৯৬১,
গ্রামঃ- হরনগর, পোঃ- হরনগর,
থানা- নাকাশীপাড়া, জেলাঃ- নদীয়া।
স্মারক নং- 01/ELC/H-2024-25 তারিখ- ১৪/০১/২০২৫, সংসদ ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা হরনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের সমস্ত সদস্য সদস্যাগনকে জানানো যাচ্ছে যে, পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের সংসদ ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হয়েছে। যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হল। উক্ত সংসদ ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা সংশোধনের বিষয়ে বক্তব্য থাকলে ১৪-০১-২০২৫ থেকে ২০-০১-২০২৫ পর্যন্ত সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত সমিতির অফিসে জমা করা যাবে। লিখিত বক্তব্য ইং ২১-০১-২০২৫ তারিখে দুপুর ১ টা থেকে বিকেল ৪ টের পর্যন্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার সমিতির অফিসে শুনানি করবেন। শুনানির সময় আবেদনকারীকে তার আবেদনের পক্ষে লিখিত/ মুদ্রিত প্রমাণাদি দাখিল করতে হবে। ইং- ২২-০১-২০২৫ বিকেল ৪ টা মধ্যে চুড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশ হবে।
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, হরনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড।

রাস্তা নয় যেন ডোবা! তিতিবিরক্ত হয়ে রাজ্য সড়ক অবরোধ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাস্তা যেন ডোবায় পরিণত হয়েছে। বছর ভোর ড্রেনের জল উপচে পড়ছে এলাকার বিভিন্ন রাস্তায়। দুর্ভোগের শেষ নেই স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাই সমাধানের কোনও পথ না মেলায় অবশেষে অসন্তুষ্ট স্থানীয় বাসিন্দারা মালদা - নালাগোলা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে, পুরাতন মালদা পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের আদর্শপল্লি এলাকায়। ওই এলাকার সামনেই অবস্থিত রয়েছে মালদা - নালাগোলা রাজ্য সড়ক। সেই এলাকার দীর্ঘদিনের হাইড্রেনের সমস্যার বিষয়ে জর্জরিত হয়ে অবশেষে অবরোধের পথ বেছে নিলেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

এদিকে এদিন অবরোধের জেরে সংশ্লিষ্ট এলাকার রাজ্য সড়কে ব্যাপক যানজট বেঁধে যায়। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। কিন্তু পুলিশের সামনে বিক্ষোভকারীরা সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত একটানা অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার হুমকি পর্যন্ত দেন। প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধ চলার পর সংশ্লিষ্ট পুরসভা কর্তৃপক্ষ এবং পুরাতন মালদা থানার পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

আদর্শপল্লি এলাকার বিক্ষোভকারী বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের এই এলাকার নিকাশের বদ্ধ জল নিয়ে চরম সমস্যা তৈরি হয়েছে। শীতের মরশুমে এরকম অবস্থা থাকলে, বর্ষার মরশুমে এই এলাকার মানুষ কত কষ্টে থাকে। প্রতিদিনই ড্রেনের জল রাস্তায় উপচে পড়ছে। আর সেই জল পেরিয়েই সকলকে যাতায়াত করতে হচ্ছে। স্থানীয় কাউন্সিলরকে এব্যাপারে বহুবার বলা হয়েছিল। কিন্তু কোনওরকম সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি। তাই অবশেষে এদিন সংশ্লিষ্ট এলাকার মালদা - বামনগোলা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে।

পুরাতন মালদা পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল দলের কাউন্সিলর চন্দনা হালদার বলেন, আমার ওয়ার্ডের বেশ কিছু এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যা রয়েছে। বাম আমলের এই নিকাশি ব্যবস্থাগুলি তৈরি হয়েছিল। নতুন করে পরিকাঠামা উন্নয়নের ক্ষেত্রে পুরসভা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে কাজ শুরু হয়েছে। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডেও দ্রুত হাইড্রেনের পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ শুরু করা হবে।

NOTICE
Notice is hereby given to members of Bandhan Multistate co-operative Credit-Society Limited that special general body meeting of members of society will be held on 27/01/2025 at registered office- Vill- Shantipur Pachiampara, Mecheda, Kolaghat-721137, Purba Medinipur, West Bengal at 11 am to transact the following business:-
1) To Change the registered office of the society from- Vill- Shantipur Pachimpara, P.O.- Mecheda, P.S.- Kolaghat, Dist- Purba Medinipur, Pin- 721137, W.B. to Karkull, Ward No- 15, Contai Municipality, P.O. & P.S.- Contal, Pin- 721401, Dist- Purba Medinipur, W.B.
2) To amend the Bye Laws of Society as per provisions of New Multistate Co-operative Societies at 2023.
3) To hold election of Board of Directors as per provisions of New MSCS Act.
4) Any other matter with permission of chair.
For Bandhan Multistate Co-Operative Credit Society Ltd.
CEO/ Board of Directors

দি সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লি.
শাখা ঠিকানা - বর্ধমান, ২য় তল,
আল আমিন ভবন, পারবীরহাটা, জিটি রোড,
বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩১০৩
ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্বর্ণ নিলাম
যেহেতু, দ্য সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লি এর অনুমোদিত অফিসার ঋণগ্রহীতাদের উদ্দেশ্যে গৃহীত স্বর্ণ ঋণের বকেয়া পরিশোধের জন্য বিক্রয় নোটিশ(গুলি) ইস্যু করেছেন, ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ এর উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন আছে ভিত্তিতে" এবং "পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" অনলাইন নিলামে স্বর্ণ অলংকার বিক্রি করা হবে। নিলাম অনলাইনে সম্পাদিত হবে https://egold.auctiontiger.net মাধ্যমে ০১.০২.২০২৫ তারিখে বেলা ১২ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা শ্রী মীর হাবিবুল্লা এর অ্যাকাউন্ট ০৭৭৪৬৫৩০০০০০১৬৭৩ অধীনে।
অনুগ্রহ করে আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন অকশন টাইগার ৬৩৫২৬৩২৫২৩ নম্বরে।
স্বা/- ম্যানেজার
দ্য সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লি.

গঙ্গাসাগর যাত্রীদের জন্য মেডিক্যাল ক্যাম্প উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: সোমবার সিঙ্গুর রতনপুর দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের মোড়ে গঙ্গাসাগর যাত্রীদের সুবিধার্থে অ্যাম্বুল্যান্স, ক্রেন, প্রাথমিক চিকিৎসা, পানীয় জল, শুকনো খাবার নিয়ে প্রতি বছরের মতো এবছরেও গঙ্গা সাগর যাত্রী সুরক্ষা ক্যাম্পের উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলাশাসক মুক্তা আর্য, হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিষ সেন, বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না সহ বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ। গঙ্গাসাগর মেলা থেকে পুণ্যার্থীরা ফিরত আসা পর্যন্ত এই ক্যাম্প চলবে। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় সিঙ্গুরের রতনপুরের কাছে দুর্গাপুর রোডের পাশে গঙ্গাসাগর যাত্রীদের জন্য ক্যাম্প খোলা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি অসুস্থ হলে এখানে মেডিক্যাল ক্যাম্প করা হয়েছে। অ্যাম্বুল্যান্স-সহ নানা রকম জরুরি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচল শিশু, প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: আবারোও দুর্ঘটনা, অল্পের জন্য প্রায় বাঁচলেও এক শিশু। প্রতিবাদে কয়লা ও বালি বোঝায় গাড়ি আটকে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো এলাকাবাসী। ঘটনাটি ঘটেছে রানিগঞ্জের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের অমৃত নগর কোলিয়ারি এলাকায়।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, বালির গাড়িতে পথ দুর্ঘটনায় এক বৃদ্ধার মৃত্যুর ঘটনার পর, দীর্ঘদিন ধরে সেই রাস্তা দিয়ে পণ্য পরিবহণ বন্ধ ছিল, তবে গত চার দিন ধরে আবারো সেই রাস্তা ধরে পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল করছে, আর সোমবার সকালে সেই রাস্তায় এক ছোট বাচ্চা দুর্ঘটনার কবলে থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পায়। পুনরায় সেই রাস্তা দিয়ে পণ্যবাহী যান চলাচল বন্ধ করার দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হল এলাকার বাসিন্দারা। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই রানিগঞ্জ থানার নিমচা ফাঁড়ি এলাকার পুরনমলের মানুষেরা সকাল ন'টা থেকেই ইসিএলের কুনুস্তোড়িয়া এরিয়ার, ও শ্রীপুর, সাতগ্রাম এরিয়ার পণ্য পরিবহণ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখায়। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, এলাকায় যে রাস্তাটি রয়েছে তার অবস্থা একেবারে বেহাল সেই রাস্তাকে দ্রুত মেরামত করে রাস্তাটি চলাচল যোগ্য করে তুলতে হবে। একইভাবে যে সকল যানবাহন চলাচল করবে সেই গাড়িগুলির চালকের সঙ্গে খালাসিও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। এই দাবি করেই স্থানীয় এলাকার মানুষজন তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন নেতা অনিল সিং এর নেতৃত্বে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। অবশেষে প্রশাসনের আশ্বাসের বিক্ষোভ তুলে নেয় স্থানীয়রা।

পাগল কুকুরের আতঙ্কে, আহত কমপক্ষে ১৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পাগলা কুকুরের আতঙ্কে কাঁপছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের দেশড়া কোয়ালপাড়া এলাকা। ইতিমধ্যেই পাগল সেই কুকুরের কামড়ে আহত হয়েছেন এলাকার কমপক্ষে ১৫ জন ব্যক্তি। তাঁদের সকলকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাঁকুড়ার দেশড়া কোয়ালপাড়া এলাকায় এক ব্যক্তির পোষা কুকুর সম্প্রতি পাগল হয়ে পড়ে। প্রথমে ওই কুকুরের কামড়ে একাধিক গবাদি পশু আহত হয়। এরপর গত দু'দিন পাগল কুকুরটির আক্রমণের লক্ষ্য হয় এলাকার মানুষজন। স্থানীয়দের দাবি, গত ২ দিনে যে ব্যক্তি ওই কুকুরের সামনে পড়েছে তার শরীরেই কামড় বসিয়েছে ওই কুকুরটি। আহত হয়েছেন গ্রামের একজন ভিলেজ পুলিশও। সকলেরই প্রাথমিক চিকিৎসা হয়েছে স্থানীয় গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে। অবিলম্বে কুকুরটিকে ধরে তার চিকিৎসার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

পাওনা টাকা আদায় করতে-না পেরে খুন শ্রীরামপুরের যুবককে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাজারে মোটা টাকার ঋণ ছিল তাঁর। পেশায় দিনমজুর শুভঙ্করের বাড়ি শ্রীরামপুর থানার নিত্যদাস লেনে।

পাওনা টাকা আদায় করতে না পেরে মদের আসরে পরিকল্পনা মাফিক কুপিয়ে খুন করা হয় শুভঙ্কর ঘোষকে (৪৯)। ডানকুনি থানা ও কমিশনারেটের গোয়েন্দা শাখার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে ডানকুনি চত্বর থেকে প্রশান্ত কুমার শাহ ওরফে নানকি ও সানি কুমার প্যাটেলকে গ্রেপ্তার করে। প্রশান্তর বাড়ি শ্রীরামপুর থানার বেচু দে লেনে। সানি কুমারের বাড়ি বিহারের সিওয়ানে। ধৃতদের সোমবার শ্রীরামপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক অভিযুক্তদের ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২০ ডিসেম্বর সকালে ডানকুনি থানার বামুনারি মধ্যপাড়ার পুকুর থেকে অজ্ঞাত পরিচয় দেহ উদ্ধার করে ডানকুনি থানার পুলিশ। মৃতদেহের শরীরে একাধিক ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন ছিল। ওই দিনই ডানকুনি থানার পুলিশ খুনের মামলা রুজু করে। ডানকুনি থানার পুলিশ ও চন্দননগর থানার পুলিশ মৃতের মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ধরে তদন্ত করতে গিয়ে লিড পায়। পুলিশ জানতে পারে, মৃতের নাম শুভঙ্কর ঘোষ। মৃতের পরিবার ও পাড়া পড়শিদের থেকে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে, শুভঙ্করের বাজারে অনেক দেনা ছিল। সোর্স মারফত পুলিশ জানতে পারে, ঘটনার দিন রাতে বামুনারিতে শুভঙ্করকে শেষ বারের মতো সানি ও প্রশান্তর সঙ্গে দেখা যায়। মাহেশ থেকে ডানকুনির বামুনারিতে গিয়ে তারা মদ্যপান করে। মদের নেশায় বেসামাল হয়ে পড়ে শুভঙ্কর। তখনই পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয় তাঁকে। তারপর দেহ কাছের একটি পুকুরে ফেলে দেয় দুষ্কৃতীরা। পুলিশ জানিয়েছে, সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাটের জন্য শ্রীরামপুর থেকে কিছুটা দূরে ডানকুনিতে নিয়ে গিয়ে খুন করে দেহ পুকুরে ফেলে দেয় দুষ্কৃতীরা। যেহেতু দুষ্কৃতীদের সঙ্গে আগে থেকে চেনাজানা ছিল, তাই সরল বিশ্বাসেই শুভঙ্কর মদ্যপানের আসরে যোগ দিতে যান। কিন্তু খুনের ছকের কথা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি তিনি। খুনের ঘটনায় আর কেউ যুক্ত আছে কি না সেটা নিশ্চিত করতে চাইছে পুলিশ।

বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দাবি আদায় করতে হলে 'জোটবদ্ধ হওয়া জরুরি', ওয়েস্ট বেঙ্গল আইসিটি স্কুল কো-অর্ডিনেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের বাঁকুড়া জেলা সম্মেলনে এসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) পীযূষকান্তি বেরা। রবিবার বাঁকুড়া রবীন্দ্র ভবনে ওই সংগঠনের সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, কাজ করতে গিয়ে নানান রকম প্রতিবন্ধকতা আসবেই, জোটবদ্ধ হয়ে সেই প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়তে হবে বলে তিনি পরামর্শ দেন।

উল্লেখ্য, পেশাগত ও শিক্ষাগত দাবিকে সামনে রেখে ওয়েস্ট বেঙ্গল আইসিটি স্কুল কো-অর্ডিনেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশানের বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন শুরু হয়েছে। সম্মেলন মঞ্চ থেকে দাবি আদায়ের লক্ষ্য আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি হবে বলে ওই সংগঠন সূত্রে জানানো হয়েছে।

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in
পরিশিষ্ট - IV
(রুল -৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (২০০২ এর ৫৪) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারিগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারিগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারিগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারিগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১) ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. স্বত্ব দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	১. ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতা : শ্রী রাকেশ আগরওয়াল, শ্রী রীতেশ আগরওয়াল, শ্রীমতি পুষ্পা আগরওয়াল, শ্রী বিকাশ আগরওয়াল, শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা আগরওয়াল এবং প্রয়াত লোকনাথ আগরওয়ালের আইনি উত্তরাধিকারীগণ। ২. ০৩৫৮৬৭৫১০০০০৬৬২০/ ০৩৫৮৬৭৫১০০০১০২৩৮/ ০৩৫৮৬৭৫১০০০১০২৪৭	১. ৩০.১২.২০২৩ ২. ১০.০১.২০২৫ ৩. ২,১০,৮২,৪৬৮.৬৬ টাকা (দুই কোটি দশ লাখ বিরাশি হাজার চারশ আটষট্টি টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা) ১০.০৭.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	জমির পরিমাণ ৬ (ছয়) ডেসিমেল অবস্থিত আরএস প্লট নং ২১১৬ সিএস প্লট নং ১৮৩৯, সিএস খতিয়ান নং ১৫৭, আরএস প্লট নং ২১১৬, আরএস খতিয়ান নং ১৬৬৪, জেএল নং ২০, মৌজা : সান্তা, থানা : হীরাপুর, জেলা : বর্ধমান। জমির পরিমাণ (১.৫) ডেসিমেল অবস্থিত আরএস প্লট নং ২১৫৮, সিএস প্লট নং ১৬৫, সিএস খতিয়ান নং ১৪৬, আরএস খতিয়ান নং ৩৯০, জেএল নং ২০, মৌজা : আসানসোল পৌর নিগম, হোল্ডিং নং ১৩৮ (৫৬/১) ওয়ার্ড নং ০৩, কাছারি রোড, কোর্ট মোড়, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, মেট জমির পরিমাণ বিক্রয়কৃত ৭.৫ ডেসিমেল, সমপরিমাণ ৪ কাঠা ৯ ছটাক এবং তদস্থিত (জি-২) তলা বসবাসের ভবন পুষ্পম নিবাস নামে, আসানসোল পৌর নিগমের হোল্ডিং নং ১৩৮(৫৬/১), ওয়ার্ড নং ০৩, কাছারি রোড, কোর্ট মোড়, আসানসোল। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : লক্ষ্মীকান্ত রায়ের সম্পত্তি, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : অম্বালিকা টাওয়ার, পশ্চিমে : লর্ডস টাওয়ার।

তারিখ : ১৪.০১.২০২৫, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

ফর্ম জি
নোভাটেক প্রোজেক্টস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
স্ট্রাকচারাল মেটাল প্রোডাক্টস, ট্যাঙ্কস, রিজারভারস এবং স্টিম জেনারেটরস প্রস্তুতকারী,
মহারাষ্ট্র এবং কলকাতায় ইউনিট আছে
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	নোভাটেক প্রোজেক্টস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড PAN No : AAACN5828J CIN : U28100MH1984PTC033793
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৬০১, বালাজি ইনফোটেক, প্লট নং ২৭৮/এ, রোড নং ১৬/এ, ওয়াগলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, থানে - ৪০০৬০৪
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	কর্পোরেট ডেটরের ওয়েবসাইট কার্যক্ষেত্রে নেই
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কর্পোরেট ডেটরের ওয়েবসাইট অম্বরনাথ, মহারাষ্ট্র এবং মেদিনীপুর, কলকাতা এবং কল্যাণী, কলকাতায় অবস্থিত
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	২০২৩ সাল থেকে কোম্পানির কারবার বন্ধ
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	বর্তমানে কর্মী নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল উপলব্ধ :	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : cirp.novatechproject@gmail.com
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে ইউআরএল উপলব্ধ :	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : cirp.novatechproject@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	বুধবার ২৯ জানুয়ারি ২০২৫
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	বুধবার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	সোমবার ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	বুধবার ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	বৃহস্পতিবার ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	শনিবার ২২ মার্চ ২০২৫
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.novatechproject@gmail.com

তারিখ : ১৪ জানুয়ারি ২০২৫
স্থান : মুম্বই
নোভাটেক প্রোজেক্টস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
নেহা জৈন নিমানি
অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার
নোভাটেক প্রোজেক্টস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড (সিআইআরপি অধীন)
রেজি. নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02465/2021-2022/13927
প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের ঠিকানা : ইউনিট #২০৭, ক্ষীতিজ, আজাদ নগর মেট্রো স্টেশনের নিকট, ভীরা দেসাই রোড, অন্ধেরি পশ্চিম, মুম্বই - ৪০০০৫৩

বैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
সোনারপুর শাখা
আচার্য প্রফুল্ল নগর, এপিএস লাইব্রেরির বিপরীতে
পো. এবং থানা - সোনারপুর, জেলা ২৪ পরগনা (দ)
পিন - ৭০০১৫০, ইমেল : rajpwb@bankofbaroda.com
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
পরিশিষ্ট - A
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ "পরিশিষ্ট - IV-A" [দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)-এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)/জামিনদত্ত সম্পদসমূহ/বকেয়া/সংরক্ষিত মূল্য/ই-নিলাম, তারিখ এবং সময়, ইএমডি এবং ডাক বাড়ানোর পরিমাণ নিম্নে বর্ণিত -

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) এবং বন্ধকদাতা(গণ) এর নাম এবং ঠিকানা	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ, যদি কিছু থাকে স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	মোট বকেয়া	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি পরিমাণ / ডাক বাড়ানোর পরিমাণ	দখলের ধরন (কার্যকরী স্বত্ব)	সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়
১	শ্রী রিঙ্কু রায় (ঋণগ্রহীতা) শ্রী তপন রায় (সহ ঋণগ্রহীতা) শীতলা এস্টেট, শীতলা নতুন রাস্তা, শনি মন্দিরের নিকট, সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭০০১৫০।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন সমুদয় অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ১ কাঠা ৮ ছটাক এবং তদস্থিত দোতলা ভবন কমবেশি অবস্থিত মৌজা : মালিপুকুরিয়া, জেএল নং ২৪, আরএস নং ১৯৩, তৌজি নং ২৫০, এলআর খতিয়ান নং ১৫৫৩, আরএস খতিয়ান নং ৪৫৭ এবং ৫৩০, এলআর দাগ নং ১০০, আরএস খতিয়ান নং ৫৭, থানা : সোনারপুর, সোনাপপুর -২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, শ্রী তপন রায়ের নামে।	২৭,৮৭,৯৭৪ টাকা (সাতাশ লাখ সাতাশি হাজার নশো চুয়াত্তর টাকা) ০৩.০১.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	১৮.০২.২০২৫ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত	৩৩.৯০ লাখ টাকা / ৩.৩৯ লাখ টাকা / ১০,০০০ টাকা	স্বত্ব	১১.০২.২০২৫ দুপুর ৩টে থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট অফিসার শ্রী সুদীপ রায় মোবাইল নং ৮৩৩৫০ ৩৪০০৬ (আগাম অনুমতি সাপেক্ষে

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদির জন্য, অনুগ্রহ করে লিঙ্ক https://www.bankofbaroda.in/e-auction/e-auction-notice এবং https://ebkray.in দেখুন। আরও, সম্ভাব্য ডাকদাতারা অনুমোদিত অফিসার শ্রী সুদীপ রায় - মোবাইল ৮৩৩৫০ ৩৪০০৬ সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
তারিখ : ১৪.০১.২০২৫
স্থান : সোনারপুর
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

মালদার সীমান্তবর্তী বাজার থেকে জাল আধার কার্ড-সহ ২ গ্রেপ্তার

উদ্ধার বেশ কিছু নথি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বাজার থেকে জাল আধার কার্ড সহ দু'জন গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। অসমের এক ব্যক্তির আধার লগইনের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে এই আধার কার্ড তৈরা করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মালদার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়। ওই অনলাইনের দোকান থেকে জাল আধার কার্ড সহ বেশ কিছু নথি উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতদের সাত দিনের পুলিশ হেপাজত চেয়ে মালদা আদালতে তোলা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম উৎপল মণ্ডল। বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানার নন্দলালপুর গ্রামে। অপরজনের নাম সুদীপ্ত মণ্ডল। তার বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানার চামাগ্রামে। উৎপল মণ্ডলের অনলাইন সার্ভিসের দোকান রয়েছে বৈষ্ণবনগর থানার ভগবানপুর বাজারে। এদিন পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অনলাইনের দোকানে হানা দেয়। সেখান থেকে ৭০টি জাল আধার কার্ড ও বেশ কিছু নথি উদ্ধার করে। এরপর সেখান থেকে উৎপল মণ্ডল ও দোকানের কর্মী সুদীপ্ত মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, এই অনলাইনের দোকানে অসমের এক অজ্ঞাত ব্যক্তির পার্সওয়ার্ড ব্যবহার করে জাল আধার কার্ড তৈরি করা হচ্ছিল। মুর্শিদাবাদ থেকে মালদার ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় রমরমিয়ে চলছে জাল আধার কার্ড তৈরির ব্যবসা। এই আধার কার্ড দিয়ে কি বাংলাদেশিরা অবাধে ভারতে বিচরণ করছে সে ব্যাপারে বিস্তর প্রশ্ন শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে অনলাইনের মাধ্যমে ট্যাবের টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগে ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই বৈষ্ণবনগর থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ট্যাব কেলেঙ্কারি থেকে জাল আধার কার্ড তৈরির চক্র এই সীমান্তবর্তী বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়। দক্ষিণ মালদা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ী বলেন, পুলিশি নজরদারি না থাকার কারণে সীমান্তবর্তী থানা এলাকা এই ধরনের অনলাইন সার্ভিসের দোকান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জেলা তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, পুলিশ ও প্রশাসন আছে বলে এই রাজ্যে অপরাধীরা ধরা পড়ে। বিজেপি শাসিত রাজ্যে এই সব হয় না। পুলিশ তো এই ঘটনায় যুক্ত দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে। সীমান্তে বিএসফ রয়েছে। তাঁরা কি করছে আমাদের প্রশ্ন।

প্রধান শিক্ষক ও পরিচালন সমিতির সভাপতির বিবাদে বন্ধ মিড ডে মিল

স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত নীলডি হাইস্কুলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও পরিচালন সমিতির সভাপতির বিবাদে বন্ধ হয়ে পড়েছে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মিড ডে মিল। জানা যায়, ৫ দিন ধরে বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের রান্না বন্ধ রয়েছে। কারণ জানতে সোমবার বিকেলে নীলডি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রণব কুমার নিয়োগীকে ফোন করা হলে তিনি জানান, প্রেসিডেন্ট গত অক্টোবর মাস থেকে কোনও চেকে বা কাগজে সই করেননি। তাও আমি তিন মাস নিজের পকেটের টাকা দিয়ে চালিয়েছি। জানুয়ারি মাসের ৮ তারিখ থেকে বন্ধ আছে মিড ডে মিল। উনি স্কুলে আসেননি। কেন সই করেননি বা আসছেন না স্কুলে তাও জানাচ্ছেন না। শুধু মিড ডে মিল না স্কুলের অন্যান্য যে সব খরচ তার জন্য লক্ষাধিক টাকা ঋণে পড়ে রয়েছি। এই ভাবে কিভাবে মিড ডে মিল চালানো সম্ভব। আমার আশঙ্কা এই ভাবে স্কুল চালানো সম্ভব নয়। যে কোনও সময় স্কুলটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। চিঠি পাঠানো হলেও আসেননি। আমি বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য থেকে শুরু করে এসআই, বিডিও, এসডি, ডিএম সর্বস্তরে জানিয়েও কোনও সুরাহা না হওয়ার জন্য মিড ডে মিল বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। অপরদিকে বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি প্রশান্ত মণ্ডলকে ফোন করা হলে তিনি ফোন না ধরায় তার কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিষয়টি নিয়ে রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও পঙ্কজ দাস জানান, বিষয়টি ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও পরিচালন সমিতির সভাপতির মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঝামেলা। এই ঝামেলার জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা মিড ডে মিলের থেকে বঞ্চিত হবে তা কোনওভাবেই মানা যাবে না। দ্রুত মিড ডে মিল চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বিশ্বজিৎ হেমব্রম জানান, বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

মেদিনীপুরে জেলা সম্মেলনে এসে রাজ্য ও কেন্দ্রকে আক্রমণ সেলিমের

নিজস্ব প্রতিবেন, মেদিনীপুর: সিপিআইএমের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্মেলনে এসে হাসপাতালে নিষিদ্ধ স্যালাইনে প্রসূতির মৃত্যু এবং বিভিন্ন দুর্নীতি প্রসঙ্গে রাজ্য কেন্দ্র সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মোঃ সেলিম।

সম্মেলনে যোগ দিয়ে আক্রমণাত্মক সুরে তিনি বলেন, মমতা ব্যানার্জি এবং তার ভাইপো কালীঘাট এবং ক্যামাক স্ট্রিট থেকে গোটা রাজ্যে দুর্নীতির সাম্রাজ্য চালাচ্ছেন। তাদের এই দুর্নীতির কারণেই হাসপাতালে প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যজুড়ে ভেজাল ওষুধ ও বিষাক্ত স্যালাইন চলছে। এসবের পাশাপাশি চলছে থ্রেট কালচার। মোহাম্মদ সেলিম বলেন, আরজি কর হাসপাতালে যে মেয়েটি মারা গেল তাকে খুন এবং ধর্ষণ করা হল। এই ঘটনায় অনেকেই যুক্ত। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে বিজেপি তৃণমূল সিআইডি বা সিবিআই সবাই তালে তাল মিলিয়ে চলেছে। সর্বত্র দুর্নীতি চক্র কাজ করছে। এসব ইন্টারন্যাশনাল র‍্যাকেটের কাজ। ওষুধ স্যালাইন সহ হাসপাতালে সাপ্লাই নিয়ে যখন জালিয়াতি হয় তখন সেখানে বড় বড় কোম্পানি এবং চক্র জড়িত থাকে। এগুলো আন্তর্জাতিক মানের দুর্নীতি চক্র।

মোঃ সেলিম বলেন, অভিষেকের নেতৃত্বে এ রাজ্যে মাফিয়া রাজ্য চলছে। সিবিআই বিজেপি এসব নিয়ে কিছু বলবে না। মেদিনীপুরের ঘটনাটি আপনারা তো দেখছেন। মীনাক্ষীদের কেন লড়তে হচ্ছে? আসলে এখানে মাফিয়া রাজ চলছে। আর অভিষেক ব্যানার্জি অমিত শাহতে জমা পড়ে গেছে। সুতরাং গোরু পাচার, বেআইনি শিক্ষক নিয়োগ সহ যত দুর্নীতিই করুক, চার্জশিট থেকে তাকে বাইরে রাখবে। আর মমতা ব্যানার্জি তো বলছেনই, সইয়া হ্যায় কতোয়াল, ডর কাঁহেকা।

বীরভূম জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় মহঃবাজারের শেওড়াকুরিতে গঙ্গাসাগর পুণ্যস্নানে ভিন্ন রাজ্য থেকে রওনা পুণ্যার্থীদের সহায়তা কেন্দ্র ও জলছত্র প্রদান অনুষ্ঠানে রাজ্যের কারামন্ত্রী তথা অতি ক্ষুদ্র মাঝারি বিভাগ এবং বস্ত্র দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী এবং জেলাশাসক বিধান রায়।

ওড়িশায় অবৈধ বালি উত্তোলন, আটক ছয়টি অবৈধ বালি বোঝাই ট্রাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া সতর্কবার্তার পর অবৈধ বালি পাচার রোধে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশের বড়সড় সাফল্য। গোপন সূত্রে খবর আসে, বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশের কাছে। ওড়িশার জামশোলা থেকে অবৈধ বালি বোঝাই ট্রাকগুলি পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে রমরমিয়ে অবৈধভাবে বালি পাচার হচ্ছে। রবিবার রাতে খবর পাওয়া মাত্র বেলিয়াবেড়া থানার ওসি সুদীপ পালোধীর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী বেলিয়াবেড়া থানার ফেঁকো এলাকার এনএইচ৬ এর উপর নাকা চেকিং চালিয়ে অবৈধ ছয়টি বালি বোঝাই ট্রাককে আটক করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যে ব্লক ভূমি দপ্তরের আধিকারিককে খবর দেওয়া হয়েছে সেই সঙ্গে অবৈধ গাড়িগুলির বিরুদ্ধে লিগ্যাল অ্যাকশন নেওয়া হবে। বালি বোঝাই ট্রাকগুলির কাছে কোনও রকম অনুমতি ছিল না। বৈধ কাগজপত্র না দেখাতে পারায় পুলিশ গাড়িগুলিকে আটক করে। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) সৈয়দ মহম্মদ মামদুল্লাহ হাসান বলেন, ওড়িশা জামশোলা থেকে অবৈধ বালি বোঝাই ট্রাকগুলি আসার খবর পেয়ে পুলিশ অভিযানে নেমে ছয়টি অবৈধ বালি বোঝাই ট্রাককে আটক করেছে। জামশোলা থেকে অবৈধভাবে নথি (সিও) ছাড়াই বালি পাচার করায় পুলিশ বালি বোঝাই ট্রাকগুলি আটক করে গোপীবল্লভপুর ২ নং ব্লকের বিএলআরও এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।

সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল জয়দেব মেলা। উদ্বোধন করলেন এসআরডিএ-এর চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, মহকুমা শাসক অয়ন নাথ, জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক অরিত্র চক্রবর্তী প্রমুখ। অজয় নদের তীরে জয়দেব কেন্দুলি গ্রামের প্রাচীন এই মেলায় আউল বাউল ও কীর্তনীয়াদের মহামিলন ক্ষেত্র। জয়দেব মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাউল ফকির শিল্পীদের পাশাপাশি একতারা হাতে গান গাইলেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়।

ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলে চমক কালনার শিশু কন্যার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত পানবরেয়া গ্রামের তিন বছর চার মাসের শিশু কন্যা ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলে চমক লাগিয়ে দিল। পহেলা অগস্ট ২০২১ সালে জন্মগ্রহণ করে সারা মণ্ডল। ১৩টি সবজি, ৬টি স্বাস্থ্যকর খাবার, ১০টি অস্বাস্থ্যকর খাবারের নাম, কুড়িটি রাজ্যের নাম, ১৩টি নার্সারি লেভেলের কবিতা ও পাঁচটি ড্রাই ফ্রুটসের নাম ইংরেজি এবং বাংলাতে বলে সে এই সাফল্য অর্জন করে। গত বছর ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখ এত ছোট বয়সেই তার ঝুলিতে আসে এই সাফল্য। ওই শিশুর মা জানান, ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডস এ নাম তোলার জন্য নয়, ছোটবেলা থেকেই তাকে শেখানোর ইচ্ছা ছিল আমার, সেই মতো আমি তাকে বিভিন্ন বিষয়গুলি শেখাতে গিয়ে বিষয়টি বুঝতে পারি, আর পাঁচটা বাচ্চা থেকে ও একটু আলাদা আর তারপরেই এই সাফল্য পাই। বাচ্চার এই সাফল্যের খুশি তার গোটা পরিবার।

স্যালাইনের অভাব মেটাতে হাসপাতালের পাশে বনগাঁ পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: সরকারি নির্দেশে বনগাঁ হাসপাতালে বন্ধ করা হয়েছে আরএলআই স্যালাইন। স্যালাইনের অভাব মেটাতে হাসপাতালের পাশে এসে দাঁড়াল বনগাঁ পুরসভা। সাম্প্রতিক বিষ স্যালাইন নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে রাজ্য, রোগীদের কথা ভেবে সোমবার বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালের সুপারের ঘরে পাবলিক হেলথের বৈঠক চলাকালীন সেখানে উপস্থিত হয়ে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালকে আপৎকালীন ২৫০০ স্যালাইন তুলে দেওয়ার কথা জানায়। বনগাঁ পুরসভার পক্ষ থেকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালের পাশে এসে দাঁড়ানোতে আগামী কয়েক দিনের জন্য স্যালাইনের অভাব মিটবে বলে মনে করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে সুপার কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই জানিয়েছেন, আমাদের পাবলিক হেলথের বৈঠক চলাকালীন বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে আমাদের ২৫০০ স্যালাইন দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই আমরা অর্ডার দিয়েছি। কিন্তু তার আগে পুরসভার এই সহযোগিতায় আমরা অনেকটা উপকৃত হব। এই বিষয়ে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ জানিয়েছেন সাম্প্রতিক যে পরিস্থিতি চলছে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল আরএলআই স্যালাইন বন্ধ করার কারণে স্যালাইনের যোগান নিয়ে যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেই কারণে আমরা বনগাঁ পুরসভার পক্ষ থেকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালকে ২৫০০ স্যালাইন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

অবৈধ টোটো চিহ্নিতকরণের দাবিতে বিক্ষোভ আরামবাগ পুরসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: শহরের বাইরের টোটো ও শহরের টোটো পৃথকভাবে চিহ্নিতকরণ করে তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ ও অবৈধ টোটোর বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে ক্ষোভ। আরামবাগ পুরসভার অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন। বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর আরামবাগ পুরপ্রধান সমীর ভান্ডারী অফিসে আসেন। তখন বিক্ষোভরত টোটো চালকেরা তাকেই ঘিরে ধরে দাবি গুলি জানাতে থাকেন। এই বিষয়ে শহরের এক টোটো চালক শেখ রফিক

বিক্ষোভ আরামবাগ শহরের টোটো চালকদের। অবিলম্বে এই সমস্ত টোটোর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি নিয়ে টোটো চলাচল বন্ধ করে এই বিক্ষোভ দেখান তারা। টোটো চালকদের দাবি, আরামবাগ শহরে দিন দিন বেড়েই চলেছে টোটোর সংখ্যা। আর তার জন্য বাড়ছে যানযট। এরই প্রতিবাদ করে শহরের টোটো চালকরা এর আগেও আরামবাগ পুরসভা সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে বারবার অভিযোগ দায়ের করে। কিন্তু এর কোনও সুরাহা না হওয়ায় সোমবার আরামবাগ শহরের টোটো চালকরা আরামবাগ পুরসভা অফিসের সামনেই বলেন, আমরা শহরের চালক। রবীন্দ্র ভবনে বৈধ কাগজপত্র জমা দিয়েছিলাম, কোনো সুরাহ হয়নি। পাশাপাশি পঞ্চায়েত সহ শহরের বাইরে থেকে অনেক টোটো চলছে আরামবাগ শহরে, ফলে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। যদিও সমীর ভান্ডারী তাদের দাবিগুলি শোনেন ও তিনি যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। এই প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী বলেন, শহরের মধ্যে বাইরের টোটো আসছে। তবে তা শীঘ্রই বন্ধ করা হবে। আমাদের সার্ভের কাজ তিন-চারটে ওয়ার্ড বাকি আছে দ্রুত শেষ করে দেব।

ধাপাস বলের টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, উস্থি: শীত পরলেই জেলা জুড়ে ফুটবলের পাশাপাশি ধাপাস বল খেলার ধুম লেগে যায়। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় ধাপাস বলের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি। গ্রামের প্লেয়ারদেরকে উৎসাহিত করতে এবার প্রধান কাপের আয়োজন করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্থির হটুগঞ্জের সেভেন স্টার ক্লাব। স্থানীয় বাসমোড় সংলগ্ন মাঠে

আয়োজিত দু'দিনের এই 'প্রধান কাপ' ধাপাস টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে জেলা ও জেলার বাইরের মোট ১৬টি দল। প্রথম স্থানাধিকারী দলকে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে নগদ ৩৫ হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দলকে দেওয়া হবে ২৫ হাজার টাকা। তবে প্রতিটি ম্যাচই রাতে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা। সোমবার এই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন একতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রীতি মণ্ডল, শিক্ষক বুবাই কোলে প্রমুখ।

আজ থেকে জঙ্গলমহলে মকর পরব শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রাত পোহালেই টুসু পরব বা মকর পরব। গোটা জঙ্গল মহল জুড়ে যা খুব ধুমধাম করে পালিত হয়।

মূলত, আদিবাসী-মূলবাসীদের প্রধান উৎসব হলেও, 'মকর-পরব' ঘিরে মেতে ওঠেন সবাই। পৌষ সংক্রান্তির আগের রাতে টুসুর পুজো হয়। ফল, পিঠে, খই-মুড়কির নৈবেদ্য সাজিয়ে টুসুর পুজো করেন কুমারী ও এয়োতিরা। সারারাত গান শুনিয়ে 'জাগিয়ে রাখা' হয় সমৃদ্ধির দেবী টুসুকে। পরদিন গান গাইতে গাইতে গিয়ে নদী কিংবা জলাশয়ে টুসু মূর্তি ভাসিয়ে দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। একটা সময় গোটা পৌষ মাস ধরেই চলত টুসু উৎসব। ক্ষেত থেকে ফসল তোলার আনন্দে, জঙ্গলমহলের আট থেকে আশি মেতে উঠতেন টুসু গানে। যা চূড়ান্ত রূপ নিত মকর পরবের দিনে। সময়ের ফেরে জঙ্গলমহলের কৃষিকেন্দ্রিক লোক উৎসবে এসেছে ভাটার টান। তাই আগের মতো টুসু গান যেমন শোনা যায় না, তেমনি দোকানেও মেলে না টুসু গানের বই।

ফুড ফেস্টিভ্যাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: শিক্ষার্থীর সপ্তাহ পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই নির্দেশ অনুযায়ী পূর্ব বর্ধমানের রায়নার বড়বৈনান ইউএসকেএস শিক্ষানিকেতন স্কুলে ফুড ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হয়েছিল। শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকরাও এই ফুড ফেস্টিভ্যালে এসে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তৈরি করা খাবার সংগ্রহ করে। স্কুল ছাত্র ছাত্রীরা এই ফুড

ফেস্টিভ্যালকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু খাবার বানিয়ে পরিবেশন করে। শিক্ষার্থী সপ্তাহ উপলক্ষে পড়াশোনার মাঝে যাতে ছাত্রীরা অন্য রকমের পরিবেশের একটি স্বাদ গ্রহণ করতে পারে তার জন্যই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়।

উদ্বোধন হল ৩৬ তম মালদা জেলা বইমেলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বর্ণাঢ্য মিছিল করে শুরু মালদা জেলা বইমেলার পথ চলা। সোমবার বিকেলে ৩৬ তম মালদা জেলা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিনায়ক ব্যানার্জি, রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি, সংখ্যালঘু দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, বইমেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক প্রসেনজিৎ দাস সহ বিশিষ্টজনেরা। এদিন ইংরেজবাজার শহরের বিভিন্ন স্কুল কলেজের পড়ুয়াদের উপস্থিতিতে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে মালদা জেলা বইমেলার উদ্বোধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সোমবার থেকে মালদা কলেজ মাঠে শুরু হয়েছে এই বইমেলা। চলবে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত। এবারের মালদা জেলা বই মেলায় ১৭০ টি বুক স্টল এবং ৩০ টি নন বুক স্টল তৈরি করা হয়েছে। জেলা এবং জেলার বাইরে থেকে বিভিন্ন প্রকাশনী সংস্থার কর্মকর্তারা বইমেলায় অংশগ্রহণ করেছেন। সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বইমেলাতে পুলিশি নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এদিন গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি বলেন, অন্যান্য জেলার থেকে মালদা জেলার বইমেলা অত্যন্ত চমকপ্রদ। এত সুন্দরভাবে বইমেলার পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে, তা দেখে সত্যি ভালো লেগেছে। এবারে মালদা জেলা বইমেলায় প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার বই বিক্রির সম্ভাবনা রয়েছে। বিভিন্ন প্রকাশনী সংস্থার কর্মকর্তারা নানান ধরনের বই নিয়ে এসেছেন। এদিন বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিনায়ক ব্যানার্জি বলেন, বই হচ্ছে মানুষের বন্ধন, একটা সেতু। বই যা শেখায় তা ভোলার নয়। বইয়ের কাছে যে যা চাই সেটাই পাই। কেউ ঐতিহাসিক বই পড়তে চাই, কেউ

আবার ম্যাজিক, গল্প নানান ধরনের বই পড়তে চাই। বিভিন্ন ধরনের বই থেকে নানান জ্ঞান অর্জন করা যায়। তাই বইয়ের কোনও বিকল্প নেই।

মালদা জেলা বইমেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক প্রসেনজিৎ দাস বলেন, ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত বইমেলার চালু থাকবে। প্রতিদিন দুপুর তিনটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বইমেলা চলবে। প্রথম দিনই বইমেলায় উপচে পড়া মানুষের ভিড় বুঝিয়ে দিয়েছে আজও বইয়ের কোনও বিকল্প নেই। জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকেও বইমেলার পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্ত রকম সহযোগিতা মিলেছে।

শীত পরতেই ফুলের পসরা সাজিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: উৎসব-পার্বণে সব শ্রেণির বাঙালির প্রধান অনুষঙ্গ ফুল। ছয় ঋতুর মধ্যে শীতেই নানা বৈচিত্র্যের ফুল ফুটতে দেখা যায়। যদিও শীত ঋতুতে অনেক গাছের পাতা ঝড়ে যায়, প্রকৃতি হয়ে ওঠে রুক্ষ ও ধূসর। কিন্তু পাতাশূন্য গাছগুলোই কুয়াশায় ভিজে ফুল ফোটানোর আয়োজন করতে থাকে। শীতের রুক্ষ ও ধূসর প্রকৃতির ভেতর নানা রঙের বৈচিত্র্যময়। তাইতো শীত মানেই রং বাহারি দেশি ও বিদেশি ফুলের বাহার। এই সময় ছোট থেকে বড় সকলের মনে আলাদা জায়গা করে নেয় রং বাহারি ফুল। ৮ থেকে ৮০, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের প্রিয় ফুল। ফুল মানব জীবনের সৌন্দর্যের প্রতীক।

এসব ফুল চারিপাশের প্রকৃতিতে আশ্চর্য সৌন্দর্য ছড়ায়। তাইতো শীত পরতেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় ছেয়ে গেছে রংবাহারি ফুলে। ফুল ব্যবসায়ীরা দেশি এবং বিদেশি ফুলের বাহার নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেছেন জেলার বালুরঘাট, হিলি, কুমারগঞ্জ,

পতিরাম,গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর, কুশমন্ডি, সহ বিভিন্ন এলাকায়।

শীতে জেলার বিভিন্ন জায়গার নার্সারিগুলো ভরে উঠছে সবুজ আর বাহারি রঙে। বাড়ি কিংবা অফিসের সৌন্দর্য বাড়াতে অনেকেই আসছেন এই নার্সারিগুলোয়। চলছে বিকিকিনি। তাইতো এই সময় চারা তৈরি-সহ পরিচর্যার ব্যস্ততা বেড়েছে বিক্রেতাদের। ফুল ব্যবসায়ীরা জানান, শীতে বিভিন্ন প্রজাতির ফুল এবং পাতা বাহারি নানা প্রজাতির গাছ পাওয়া যায়। তার মধ্যে এই সময়টাই চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, গোলাপ, ক্যালেন্ডোলা এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাঁদা ফুলের চাহিদা রয়েছে একটু বেশি। কিছু কিছু চারাগাছ জেলার বিভিন্ন নার্সারি থেকে আসলে ও কিছু কিছু ফুলের গাছ বাইরে থেকে আসে বলে জানালেন ফুল ব্যবসায়ীরা। তারা সারা বছরই ব্যবসা করেন কিন্তু শীতের মৌসুমে বিভিন্ন প্রজাতির ফুল এবং ফলের গাছ পাওয়া যাওয়ায় তাদের লাভের অঙ্কটা বেশ ভালোই থাকে। সরেজমিনে গিয়ে লক্ষ্য করা গেল, গোলাপ প্রতি পিস ১০ টাকা, রজনীগন্ধা চেইন ১৫টাকা, গাঁদা ফুলের চেইন ১০টাকা, সূর্যমুখী ১৫ টাকা, জারবেরা ১৫ টাকা, চন্দ্রমল্লিকা ১৫ টাকায় বিকোচ্ছে। এবিষয়ে ফুল বিক্রেতা প্রদীপ দাস জানান, 'প্রকৃতির আশীর্বাদে শীতের দিনগুলোতে ফুল ফোটে খুব ভালো। আর শীত দিনের ফুলের সংখ্যাও প্রচুর।'

উল্লেখ্য, বড় বড় ইনকা গাঁদা, ছোট ছোট চায়না গাঁদা, দেশি গাঁদা, রক্ত গাঁদা, হলুদে লাল মিশানো জাম্বো গাঁদা, লম্বা গাছে দেশের জাত রাজ গাঁদা ইত্যাদি নানা জাতের গাঁদা ফুলের চারা এখন পাওয়া যাচ্ছে আশপাশের প্রায় সব নার্সারিতেই। এরপরই বেছে নিতে পারেন চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, ডেইজি, কসমস, সিলভিয়া, এন্টিরিনাম, ন্যাস্টারশিয়াম, প্যানজি প্রভৃতি। এমনকি গোলাপকেও সঙ্গী করতে পারেন। বারান্দা বা গ্রিলে ঝুলানো টবে লাগানোর জন্য পিটুনিয়া, ন্যাস্টারশিয়াস, অ্যাস্টার, ভারবেনা ইত্যাদি উত্তম। গ্রিলে লতিয়ে দেওয়ার জন্য নীলমণি লতা, মর্নিং গ্লোরি, রেল লতা, সুইট পি ভালো। টবের জন্য নিতে পারেন গাঁদা, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, জারবেরা, কারনেশান, ক্যালেন্ডুলা, অ্যাস্টার ইত্যাদি।

সবমিলিয়ে বলা যায়, শীতে ফুলের চারা, ফুল ও ফুলের চারা সংগ্রহে ক্রেতা থেকে বিক্রেতা সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন এই সময়।

বুমরাহ নয়, ভারতের নতুন নেতা হিসাবে যশস্বীকে পছন্দ কোচ গম্ভীরের, ভাবছে বোর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়া সফরের পর থেকেই রোহিত শর্মার টেস্টজীবন নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে। শোনা যাচ্ছে, তিনি নেতৃত্ব হারাতে পারেন। ইংল্যান্ড সিরিজ থেকেই না কি দায়িত্ব নেবেন জসপ্রীত বুমরাহ। তবে রবিবার বোর্ডের একটি বৈঠকের পর দৃশ্যপট বদলে গিয়েছে। গৌতম গম্ভীর নাকি অধিনায়ক হিসাবে যশস্বী জয়সওয়ালের নাম প্রস্তাব করেছেন।

অস্ট্রেলিয়া সফরের পারফরম্যান্স এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরিকল্পনা নিয়ে শনি এবং রবিবার মুম্বইয়ে বোর্ডকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর, কোচ গৌতম গম্ভীর এবং রোহিত শর্মার। সেখানে নেতা হিসাবে রোহিতের সম্ভাব্য পরিবর্ত হিসাবে বুমরাহের নাম নিয়ে আলোচনা হয়। তবে বুমরাহের ঘন ঘন চোট পাওয়ার প্রবণতা

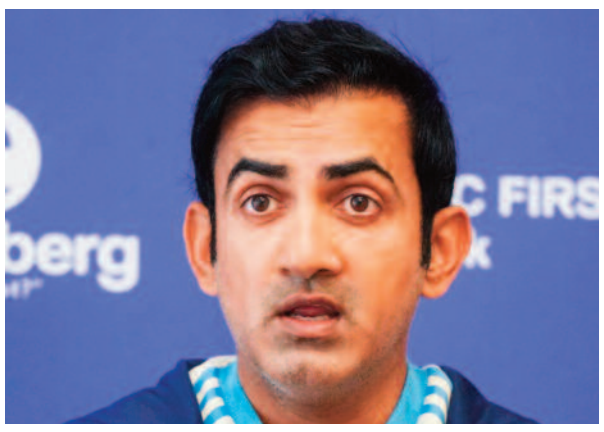

ভাবিয়েছে নির্বাচকদের। তাই বিকল্প নেতা হিসাবে নির্বাচকেরা ঋষভ পন্থের নাম প্রস্তাব করেন।

তবে গম্ভীর তা মানতে চাননি। তিনি যশস্বীকে বেছে নেন। ২৩ বছরের ক্রিকেটার এখনও পর্যন্ত কোনও দলকে নেতৃত্ব দেননি। সেখানে পন্থ ঘরোয়া ক্রিকেটে দিল্লিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আইপিএলেও দিল্লির নেতা ছিলেন। এ ছাড়া ২০২২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজেও দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই অবস্থায় সম্পূর্ণ আনকোরা একজনকে কী ভাবে নেতৃত্বের ভার দেওয়া যায় তা নিয়ে বোর্ডকর্তারাও চিন্তিত। তবে এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে নারাজ তাঁরা। পুরোটাই ভাবনাচিন্তার স্তরে রয়েছে।

এ দিকে, ৫০ ওভারের ক্রিকেট থেকে রোহিত সরে গেলে সূর্যকুমার যাদব দায়িত্ব নিতে পারেন। তিনি ইতিমধ্যেই টি-টোয়েন্টি দলের অঘোষিত নেতা। সাম্প্রতিক কিছু টি-টোয়েন্টিতে তিনিই দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ইংল্যান্ড সিরিজঘেও অধিনায়ক তিনি। তবে এখনই সূর্যকুমারের বয়স ৩৪। আর কত দিন তিনি নেতা থাকতে পারবেন তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী অধিনায়ক খুঁজছে বোর্ড।

শনিবার একটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছিল, বৈঠকে রোহিত বোর্ড কর্তাদের নতুন অধিনায়ক খোঁজার কাজ শুরু করতে অনুরোধ করেছেন। আর বেশি দিন নেতৃত্বের দায়িত্বে থাকতে চান না তিনি। বোর্ড সূত্রে খবর, রোহিত আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর্যন্ত ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিতে চান। তার পর ক্রিকেটারেরা ব্যস্ত হয়ে যাবেন আইপিএলে। ভারতীয় দলেরও কোনও আন্তর্জাতিক সূচি নেই। আগামী জুনে ইংল্যান্ড সফরে যাবে ভারত। পাঁচ টেস্টের সিরিজে মুখে মুখি হবে দু'দল। সেই সিরিজে রোহিত অধিনায়ক হিসাবে যেতে চান না। সেই সময়ের মধ্যে কর্তা এবং নির্বাচকেরা অধিনায়ক হিসাবে উপযুক্ত কাউকে না পেলে নেতৃত্ব দিতে পারেন রোহিত। তবে সেই সম্ভাবনা কম। রোহিত নিজেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর আর অধিনায়ক না থাকার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন বৈঠকে। বোর্ড কর্তারা চান এমন কাউকে অধিনায়ক করতে, যিনি আগামী কয়েক বছর খেলতে পারবেন।

এক সেট হেরে জিতলেন জোকোভিচ, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে আলকারাজ, সিনারও

নিজস্ব প্রতিনিধি: নতুন কোচের অধীনে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে শুরুতেই হোঁচট খেয়েছিলেন নোভাক জোকোভিচ। ভারতীয় বংশোদ্ভুত খেলোয়াড় নিশেষ বাসবরেড্ডির কাছে প্রথম সেট হেরেছিলেন। তবে অঘটন হল না। অনায়াসেই বাসবরেড্ডিকে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন তিনি। একই দিনে পরের রাউন্ডে গিয়েছেন কার্লোস আলকারাজ, ইয়ানিক সিনার। তবে বিদায় নিয়েছেন স্টেফানোস চিচিপাস।

মেলবোর্নে ১০ বারের চ্যাম্পিয়ন জোকোভিচ খেলতে নেমেছেন অ্যান্ডি মারের প্রশিক্ষণে। সেই মারে আগাগোড়া স্ট্যান্ডে বসে ছাত্রের ম্যাচ দেখলেন। পরামর্শ দিলেন মাঝেমাঝেই। তবু বাসবরেড্ডির কাছে প্রথম সেটে ৪-৬ গেমে হেরে গিয়েছিলেন জোকোভিচ। পরের তিনটি সেট ৬-৩, ৬-৪, ৬-২ গেমে জিতেছেন তিনি। প্রায় তিন ঘণ্টার লড়াইয়ে মাঝেমাঝেই জোকোভিচকে হতাশ লেগেছে। তখন মারের দিকে তাকিয়েছেন। মারে শান্ত থাকতে বলছিলেন। জোকোভিচ আবার মন দেন খেলায়।

ম্যাচের পর সেই মারেরই প্রশংসা করেছেন জোকোভিচ। বলেছেন, এখন আমরা প্রতিযোগিতার মধ্যে ঢুকে পড়েছি। ওকে পাশে পেয়ে দারুণ লাগছে। তবে কোর্টের বদলে বক্সে মারেকে দেখা একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। কারণ আমরা ২০ বছর একে অপরের বিরুদ্ধে খেলেছি। এখন নেটের এ পারে ওকে পেয়েছি। ম্যাচের মাঝে বেশ কিছু ভাল পরামর্শ দিয়েছে ও। এই প্রতিক্রিয়াটা খুব দরকার।

রড লেভার অ্যারেনায় প্রথম বার খেলতে নেমেও চাপে পড়েননি বাসবরেড্ডি। তাঁর র‍্যাকেট থেকে এমন কিছু শট দেখা গিয়েছে, যা অবাক করেছে জোকোভিচকেও।

বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বরকে একটা সময়ে ভালই চাপে ফেলে দিয়েছিলেন বাসবরেড্ডি। তবে শারীরিক ধকলে এক সময় পিছিয়ে পড়তে থাকেন। মেডিক্যাল টাইম-আউটের পর আর পুরনো ফর্মে দেখা যায়নি বাসবরেড্ডিকে।

আলকারাজ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন আলেকাজান্ডার শেভচেঙ্কোকে। জিতেছেন ৬-১, ৭-৫, ৬-১ গেমে। গোটা ম্যাচে ৩৭টি উইনার মেরেছেন তিনি। তবে দ্বিতীয় সেটে ৩-১ এগিয়ে থাকার সময় আচমকাই ছন্দপতন হয় আলকারাজের। গ্রাউন্ডস্ট্রোক খেলতে পারছিলেন না। শেভচেঙ্কো ৫-৩ এগিয়ে যান। সেখান থেকে অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে জেতেন আলকারাজ।

এক নম্বর বাছাই সিনার ৭-৬, ৭-৬, ৬-১ হারিয়েছেন নিকোলাস জারিকে। তবে প্রথম দু'টি সেটই তাঁকে জিততে হয়েছে টাইব্রেকারে। ডোপিং বিতর্কের পর প্রথম কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেলতে নেমেছিলেন তিনি। শুরুতেই বিশ্বের ৩৬ নম্বর জারিকে খেলতে হয়েছে। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে জিততে পেরে খুশি সিনার। বলেছেন, খুব কঠিন একটা ম্যাচ জিতলাম। প্রথম দুটো সেট যে কোনও দিকে জেতে পারত। তৃতীয় সেটে জারিকে ব্রেক করার সময় কিছুটা শ্বাস নিতে পেরেছিলাম।

তবে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দ্বিতীয় দিনেই অঘটন হয়েছে চিচিপাসের বিদায়ে। ২০২৩ সালের ফাইনালিস্টকে ৭-৫, ৩-৬, ৬-২, ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন আলেক্স মিকেলসেন। সাহসী, নিয়ন্ত্রিত এবং আত্মবিশ্বাসী টেনিস খেলে জিতেছেন মিকেলসন। তাঁর ধারালো উইনারের জবাব ছিল না চিচিপাসের কাছে।

মেয়েদের বিভাগে এ দিন কোনও অঘটন হয়নি। দ্বিতীয় বাছাই ইগা শিয়নটেক ৬-৩, ৬-৪ হারিয়েছেন ক্যাটারিনা সিনিয়াকোভাকে। তৃতীয় বাছাই কোকো গফ ৬-৩, ৬-৩ হারিয়েছেন সোফিয়া কেনিনকে।

মুম্বইতে নবনিযুক্ত আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহকে অভিনন্দন জানালেন সিএবি সভাপতি

সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গাঙ্গুলী শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন নবনিযুক্ত আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ ও বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়াকে।

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুম্বইতে বিসিসিআইয়ের বিশেষ সাধারণ সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গাঙ্গুলী। সেখানেই নব-নির্বাচিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জয় শাহের সাথে দেখা করেন স্নেহাশিস। পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে আইসিসির শীর্ষ পদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য তাকে অভিনন্দন জানান তিনি। শুধু তাই নয়, নবনিযুক্ত বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া এবং বিসিসিআই কোষাধ্যক্ষ প্রভতেজ সিং ভাটিয়ার পরিচয়ের জন্য মুম্বইতে বিসিসিআই সদর দফতরে বিসিসিআই এসজিএম এই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। স্নেহাশিস গাঙ্গুলী এরপর দেখা করেন বিসিসিআইয়ের নতুন সচিব দেবজিত সাইকিয়া ও বিসিসিআই কোষাধ্যক্ষ প্রভতেজ ভাটিয়ার সঙ্গেও। তাদেরকেও নতুন পদের জন্য শুভেচ্ছা জানান।

ইন্ডিগোর বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী ২২ জানুয়ারি শুরু হবে ভারত-ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ। তার আগে কয়েক দিনের প্রস্তুতি শিবির হবে ইডেন গার্ডেন্সে। কলকাতায় আসার আগে সোমবার বন্ধুদের সঙ্গে কাটানোর পরিকল্পনা করেছিলেন অভিষেক। অথচ ইন্ডিগোর কয়েক জন কর্মীর জন্য দিনটাই মাটি হয়েছে তাঁর। সমাজমাধ্যমে এমনই অভিযোগ অভিষেকের।

E- TENDER
E- Tenders invited by the Prodhan, Pipulbaria Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Pipulbaria, Nadia. **NIET No. 14/15TH FC (TIED)/PGP/2024-25, 15/15TH FC (UNTIED)/PGP/2024-25.** Last date of submission **22.01.2025 up to 4p.m.** For details contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Pipulbaria Gram Panchayat.

E- TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, Narayanpur -II Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Topla, Nadia. **NIET NO- 06/NARA- II/15th FC (TIED FUND)/2024-25,** Last date of submission **20.01.25 up to 1p.m.** For details please contact to the office visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Narayanpur- II Gram Panchayat.

E- TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET No. E-1 (3rd Call)/ KGP-I/2024-25.** Last date of submission **21.01.2025 up to 14p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat.

TENDER NOTICE
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) mentioned the **NIT-18/2024-25/CGP/2025 & NIT-19/CGP/2024-25 Dated-07/01/2025** which is which is uploaded in the website **http://wbtenders.gov.in**
FUND:-BEUP
Visit the said website to know about those tender.
Sd/- Pradhan
Charkalgram Gram Panchayat

Office-in-Charge, GGDC at Kaliganj, Debagram, Nadia, invites e-Tender for providing Security Services at the College premises against **NIT No. WB/ DHE/GGDCK/ SECY/ NIT-1/2025-26.** For details, visit **http://wbtenders.gov.in** and College website **[www.kaliganjgovtcollege.ac.in]**
Office-in-Charge
Govt. General Degree College at Kaliganj, Debagram, Nadia

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender 1st Call
NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-18/2024-25, Sl. 1, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-19/2024-25, Sl. 1 & WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-20/2024-25, Sl.-1, Date-13.01.2025. Bid Submission Start Date : **14.01.2025 from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **20.01.2025 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **22.01.2025 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

RAJIBPUR BIRA GRAM PANCHAYAT
Habra II Development Block
Vill.Patdanga, P.O.-Bira, Ballavpara, P.S.-Ashoknagar, Dist.: North 24 Parganas
NOTICE INVITING TENDER
NIT No.: RB/468/2024-2025, RB/469/2024-2025, RB/470/2024-2025, RB/471/2024-2025, Date-09.01.2025. 4 (Four) nos. of E-Tender has been invited on behalf of Prodhan, Rajibpur Bira Gram Panchayat. Details contact website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan**
Rajibpur Bira Gram Panchayat

NIT No-29/SB/EN/2024-2025, Memo No-82/1(44)/EN/SB, Date -10/01/2025
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing - **10/01/2025 From 18:00 houre** on **https://wbtenders.gov.in.** Period and time for download of bidding documents: **From- 10/01/2025 18:00 hours To-24/01/2025 14:00 hours.** Period and time of submission Bids: **From- 10/01/2025 18:00 hours To-24/01/2025 14:00 hours.** Date for opening Technical Bid/Bids: **27/01/2025.**
For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/- Block Development Officer
Sagardighi Development Block
Sagardighi, Murshidabad

OFFICE OF THE PRODHAN
MAHESHAIL GRAM PANCHAYAT
(UNDER SUTI-II DEVELOPMENT BLOCK)
Vill.+P.O.: Maheshail, P.S :- Suti, Dist. :- Murshidabad
TENDER NOTICE
Percentage rate E-Tender invited

1.	NIT No. 11/ 15th FC (Tied) / M-I GP/ 2024-2025 Dt. 07/01/2025 & Memo No:-407 (06) / 15th FC (Tied)/ M-I GP/2024-2025 Dt. 07/01/ 2025. Last Date & Time of submission Bids. 16.01.2025 15: 00.
2.	NIT No. 12/15th FC (Untied) / M-I GP/ 2024-2025 Dt. 07/01/2025 & Memo No:-408(06)/15th FC(Tied)/M-I GP/2024- 2025 Dt. 07/01/2025. Last Date & Time of submission Bids. 16.01.2025 15: 00.

Interested contractor / Agency may visit NOTICE BOARD of Maheshail-I Gram Panchayat.
Sd/- Prodhan
Maheshail-I Gram Panchayat

Basudevpur Gram Panchayat
Basudevpur, Shankarpur, Daspur, Paschim Medinipur, 721211
NOTICE INVITING E-TENDER 1st Call
WBPMID/BASU/GP/NIT-30/24-25, Memo No-32, Date-10.01.2025, WBPMID/BASU/GP/NIT-31/24-25, Memo No-33, Date-10.01.2025, WBPMID/BASU/GP/NIT-32/24-25, Memo No-34, Date-10.01.2025, WBPMID/BASU/GP/NIT-33/24-25, Memo No-35, Date-10.01.2025
Tender Throught inviting by the under singned from the bonafide and experienced contractor, Registred engineers co-opp socities & lobaur co-opp socities having credential of similar type of work at Basudevpur Gram Panchayat Under Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date : **13/01/2025**. Bid Submission End Date : **21/01/2025** and Bid Opening Date : **24/01/2025.** For Details Plese Visit website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Basudevpur Gram Panchayat

Office Of The
DEBKUNDU GRAM PANCHAYAT
P.O.+P.S. – Beldanga, Dist. – Murshidabad (W.B) , Pin. – 742133
NIeT. No. 05/Debkundu GP/2024-25, Memo No. 11(18)/DGP and Dated : 10/01/2025, NIeT. No. 06/Debkundu GP/2024-25, Memo No. 12(18)/DGP and Dated : 10/01/2025, Date of publishing: **13/01/2025 from 9.00 a.m.** on **htpp://wbtenders.gov.in**
Bid downloading starts from: **13/01/2025 from 10.00 a.m.,** Bid Downloading ends : **21/01/2025 upto 6.00 p.m.** Last date of Bid submission: **21/01/2025 up to 6.00 p.m.** Technical Bid opening date: **24/01/2025 after 11.00 a.m.**
NIeT. No. 01/Debkundu GP/2024-25(2ND Call), Memo No. 13(18)/DGP and Dated : **10/01/2025**. Date of publishing: **14/01/2025 from 9.00 a.m.** on **htpp://wbtenders.gov.in**
Bid downloading starts from: **14/01/2025 from 10.00 a.m.** Bid Downloading ends : **21/01/2025 upto 6.00 p.m.** Last date of Bid submission: **21/01/2025 up to 6.00 p.m.** Technical Bid opening date: **24/01/2025 after 11.00 a.m.**
For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/- Prodhan
Debkudu Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 242 to 245/2024-2025, Dated- 13-01-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Bankura, Howrah and Murshidabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **14-01-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **21-01-2025 and 27-01-2025 upto 3.00 pm**
Date: 13.01.2025 **Sd/- Executive Engineer**

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

জুকারবার্গের 'বিস্ফোরক' দাবিকে ওড়ালেন অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি: গত শুক্রবার জো রোগানের জনপ্রিয় পটকাস্ট চ্যানেলে একটি সাক্ষাৎকারে ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা তথা মেটা প্রধান মার্ক জুকারবার্গ এক দাবি করেন। তিনি বলেন, ভারত-সহ বেশিরভাগ দেশের ক্ষমতাসীন সরকার ২০২৪ সালের নির্বাচনে হেরে গিয়েছে। এর জন্য কোভিড মহামারি পরিস্থিতিতে জনসেবা এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বলেও জানান তিনি। সোমবার এক্স হ্যান্ডলের এক পোস্টে এই মন্তব্যের বিরোধিতা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি বলেন, জুকারবার্গ ভুল মন্তব্য করেছেন। এর কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই।

বলা বাহুল্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন জিতেছে এনডিএ। জুকারবার্গের ভুল শুধরে অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, 'বিশ্বের

বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসাবে ভারত ২০২৪ সালের নির্বাচন পরিচালনা করেছিল। ভোটার ছিল ৬৪০ মিলিয়নেরও বেশি। ভারতের জনগণ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এনডিএ-র প্রতি তাঁদের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে।' এদিকে সাক্ষাৎকারে জুকারবার্গের বক্তব্য ছিল, ২০২৪ সালে গোটা পৃথিবীতে একাধিক গুরুত্ব নির্বাচন প্রক্রিয়া ছিল। ভারতেও ছিল। প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষমতা হারিয়েছে শাসকপক্ষ। তিনি ব্যাখ্যা দেন, মহামারির সময় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, চিকিৎসা ও অন্যান্য পরিষেবা প্রধানই অন্যতম কারণ। গোটা পৃথিবীতেই প্রভাব পড়েছিল।

অপরপক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পোস্ট করেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদির তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার কারণ সুশাসন এবং সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা।' বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ভারত সম্পর্কে মুখ ফসকে ভুল মন্তব্য করেছেন ধনকুবের জুকারবার্গ। তবে কোভিডের জেরেই ধাক্কা খেয়েছিল মার্কিন অর্থনীতি। সম্ভবত সেই কারণেই ভোটে হারতে হয়েছে জো বাইডেনকে।

উত্তরাখণ্ডের খাদে যাত্রিবাহী বাস, মৃত কমপক্ষে পাঁচ, আহত ১৭

দেরাদুন, ১৩ জানুয়ারি: উত্তরাখণ্ডে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেল একটি যাত্রীবোঝাই বাস। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পৌড়ী গড়বাল জেলায়। রবিবার যাত্রিবাহী বাসটি ডাহালচোরি যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত আরও ১৭ জন।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ২২ জন যাত্রী নিয়ে পৌড়ী থেকে ডাহালচোরি যাচ্ছিল একটি বাস। তবে পাহাড়ি রাস্তায় আচমকাই বাসের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। ১০০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায় বাসটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং পুলিশ। শুরু হয় উদ্ধারকাজ।

দুর্ঘটনা নজরে আসতেই উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয়েরা। প্রথমে বাস থেকে যাত্রীদের বার

করে আনার চেষ্টা করেন তাঁরা। পরে উদ্ধারকারী দল এসে উদ্ধারকাজ শুরু করে। ঘটনাস্থলেই চার জনের মৃত্যু হয়েছে। বাকি ১৮ জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও এক জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। আহতদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছর ডিসেম্বরের শেষের দিকে উত্তরাখণ্ডের ভীমতালের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১৫০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায় একটি যাত্রিবাহী বাস। সেই দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয়। আহত হন আরও অনেকে। বেশ কয়েক দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন আহতেরা।

চোখ রাঙাচ্ছে টর্নেডো, নিয়ন্ত্রণের বাইরে লস অ্যাঞ্জেলসের দাবানল!

ক্যালিফোর্নিয়া, ১৩ জানুয়ারি: আগুনে ঘি ঢালছে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ধেয়ে আসা শক্তিশালী টর্নেডো! আর তাতেই আরও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলসের দাবানল। বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত ২৪ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন খুদে তারকা রোরি সাইকস। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসম। দাপুটে হাওয়ার বেগে ক্ষণিকের বিরতি নিতে বাধ্য হয়েছেন দমকল কর্মীরাও। কারণ, হাওয়ার সঙ্গে 'যুদ্ধ' করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব নয়। এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১৩৫ থেকে ১৫০ মিলিয়ন ডলার।

ক্যালিফোর্নিয়ার আবহাওয়া বিভাগ জানাচ্ছে, গত কয়েকদিন হাওয়া গতিবেগ কম থাকায় দাবানল নেভাতে দমকল বাহিনী সর্বোচ্চ শক্তি খরচ করেছিল। কিন্তু রবিবার রাত থেকে ফের দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার দিক থেকে শুষ্ক হাওয়া 'সান্টা আনা' ঘণ্টায় প্রায় ৯৬

কিলোমিটার বেগে এগিয়ে এসেছে। গতিবেগ যত বাড়ছে, আরও দাউদাউ জ্বলে উঠছে আগুনের লেলিহান শিখা। বলা হচ্ছে, শহরের একেবারে উলটোদিকেও ছড়াচ্ছে আগুন। কানাডা, মেক্সিকোর মতো পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে দমকল বাহিনীকে আনা হচ্ছে স্থানীয়দের সাহায্যের জন্য। লস অ্যাঞ্জেলস কাউন্টির মেডিক্যাল বিভাগ নিশ্চিত করেছে, এখনও পর্যন্ত ২৪ জনের প্রাণ কেড়েছে দাবানল। ১৬ জন নিখোঁজ।

বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল হতে চলেছে এই দাবানল নিয়ন্ত্রণ। ইতিমধ্যে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তা কয়েকশো কোটি ছাড়াতে পারে বলে আশঙ্কা।

সপ্তাহখানেক আগেকার দাবানলে ঘরদোর হারিয়েছেন হলিউডের নামী শিল্পীরা। প্যারিস হিলটন, অ্যান্টনি হপকিন্স, মেল গিবসনের মতো তারকাদের চোখে জল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হোক, রাতদিন এই প্রার্থনা করছেন সকলে। কিন্তু দাবানলের ধ্বংসলীলা অব্যাহতই।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার • ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ • পেজ ৮

সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং ক্যারিয়ার ভিত্তিক আলোচনা

জয়দেব বেরা

অতিথি অধ্যাপক, লেখক এবং সমাজ-মনো বিশ্লেষক

বর্তমান এই বিশ্বায়নের যুগে কাউন্সেলিং' শব্দটি প্রায় প্রত্যেকেরই কাছে সুপরিচিত। বিশেষ করে মনোবিদ্যা (psychology), সমাজতত্ত্ব (sociology) এবং সমাজকর্ম (social work) বিষয় সহ আরও অন্যান্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেও এই কাউন্সেলিং' শব্দটি অতি পরিচিত। আক্ষরিক অর্থে কাউন্সেলিং বলতে বোঝায় পরামর্শ প্রদান। ব্যক্তিগত, সামাজিক, মানসিক, শিক্ষাগত সমস্যার সমাধানে পেশাদার ব্যক্তির নির্দেশনা গ্রহণ ও অনুসরণ করার নামই হল কাউন্সেলিং। অন্যভাবে বললে বলা যায়, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্লায়েন্ট' একজন কাউন্সেলারের' সাহায্যে তার মানসিক গঠন, ব্যক্তিত্বের ধরন, চিন্তা-ভাবনা, আচরণের ব্যাখা খুঁজে পান এবং নিজের সমস্যা মিটিয়ে স্বনির্ভর হতে পারেন, সেই প্রক্রিয়াই হল কাউন্সেলিং। এই কাউন্সেলিং মূলত দুই ধরনের হতে পারে - (১) Individual Counselling– (২) Group Counselling - এই কাউন্সেলিং এর পরিধি খুবই ব্যাপক। এর মধ্যে যে বিষয় গুলো যুক্ত থাকে সেগুলি হল - এডুকেশনাল কাউন্সেলিং, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, বিজনেস কাউন্সেলিং, ম্যারেজ কাউন্সেলিং, ফ্যামিলি কাউন্সেলিং এবং সাইকোলজিক্যাল বা সাইকিয়াট্রিস্ট কাউন্সেলিং প্রভৃতি।যিনি কাউন্সেলিং করান তাদেরকে বলা হয় কাউন্সেলার' (Counsellor) এবং যাদেরকে কাউন্সেলিং করানো হয়ে থাকে বা যারা কাউন্সেলিং করাতে আসেন তাদেরকে বলা হয় ক্লায়েন্ট'/'কাউন্সেলি'।

আমি মূলত এই আর্টিকেলটিতে অন্যান্য কাউন্সেলিং সহ সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং' এর ক্যারিয়ার নিয়ে আলোচনা করব।আমরা এই আর্টিকেল থেকে জানতে পারবো কীভাবে সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলর হওয়া যায় বা পেশা হিসেবে এই সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিংকে কীভাবে নির্বাচন করা যেতে পারে, কোথায় কোথায় চাকুরীর সুযোগ-সুবিধাগুলো রয়েছে,কোন কোন প্রতিষ্ঠানে এই নিয়ে পড়াশোনা করা যায় এবং এই ডিগ্রী অর্জন করতে যোগ্যতা কী কী লাগে প্রভৃতি।

সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং/মেডিক্যাল ভিত্তিক কাউন্সেলিং এর বিষয়টি মূলত মনোবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, সমাজকর্ম প্রভৃতি সহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য একটি বিষয় ।মনোবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, সমাজকর্ম প্রভৃতি বিষয়ে B.A./M.A./M.phil/Ph.D. করার পর এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা M.B.B.S./ B.Sc. Nursing/G.N.M. পাশ করার পর ট্রঙ্খজ্জ (Rehabilitation Council of India) স্বীকৃত বা যে কোনও সরকারি অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে 'কাউন্সেলিং'এর উপর সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জন করলে তারা পেশাদারী কাউন্সেলার হিসাবে ক্লায়েন্ট এর কাউন্সেলিং করাতে পারবেন। এক্ষেত্রে যদি 'Special Educatoró SRCI Approved' এর কোর্সটি করা থাকে তাহলে পেশা হিসাবে কাউন্সেলিং এর বিষয়টি আরও স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। কারণ এই ফিল্ডে ট্রঙ্খজ্জ এর রেজিস্ট্রেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কাউন্সেলিং এর যে কোর্সগুলি রয়েছে সেগুলি হল

'Advanced Diploma in Child Guidance and Counselling', 'P.G. Diploma in Psychological Counselling & Guidance' 'P.G.Diploma in Rehabilitation Psychology'– 'P.G. Diploma in Counselling' 'P.G.Diploma in Clinical Psychology', 'P.G.Diploma in Counselling and Family Therapy' প্রভৃতি। এই কোর্সগুলি মূলত রেগুলার ও ওপেন মোডে করা হয়ে থাকে। যদিও এখন অনলাইনের মাধ্যমেও এই কোর্সগুলো করার সুবিধা রয়েছে।তবে এই কোর্স গুলো রেগুলার ভাবে করাই বেশি প্রযোজ্য। পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই কোর্সগুলো পড়ানো হয়। সেগুলি হল- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, IGNOU–NSOU প্রভৃতি সহ আরও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এই সম্পর্কিত কোর্সগুলো করানো হয়ে থাকে। যেমন শ্রী রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান কালচার অ্যান্ড থেরাপি, CARING MINDS প্রভৃতি। এছাড়াও কাউন্সেলিং সম্পর্কিত বিভিন্ন স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্স গুলো করতে পারেন MIND WELLNESS ACADEMY– GENIUS MIND BRAIN DEVELOPMENT ACADEMY প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে।

এই কাউন্সেলিং এর চাকরির ক্ষেত্রগুলি হল

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, NGO, জুভেনাইল কোর্ট, অনাথ আশ্রম, প্রতিবন্ধী হোম, বৃদ্ধাশ্রম, শিশু হোম, মানসিক হাসপাতাল, ব্লাড ব্যাংক,রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার, কারেকশনাল হোম, বিভিন্ন মেন্টাল ক্লিনিক প্রভৃতি সহ আরও অন্যান্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি। যে সমস্ত পদগুলিতে নিয়োগ করা হয়ে থাকে সেগুলি হল- ICTC Counselor– STI Counselor– Blood Bank Counselor– NCD Clinic Counselor– Hospital/Health Counselor– NGO/Home Counselor– Academic Counselor– DCPU department Counselor– Block department Counselor– Relationship & Family Counselor– RBSK Counselor প্রভৃতি সহ আরও অন্যান্য Counselor এর পদগুলি।এই সমস্ত পদগুলিই কিন্তু মেডিক্যাল ও অন্যান্য বিভাগের সাথে যুক্ত।

এছাড়াও নিজেরা ক্লিনিক খুলে বা বাড়ি বাড়ি গিয়েও কাউন্সেলিং করাতে পারবেন।তবে তারজন্য RCI রেজিস্ট্রেশন হলে খুব ভালো হয়। এইভাবে বর্তমান সময়ে কাউন্সেলিংকে একটি পেশা হিসাবে গ্রহণ করা যেতেই পারে।

স্মৃতিশক্তি রক্ষার প্রয়োজনে আবশ্যিক কর্তব্য

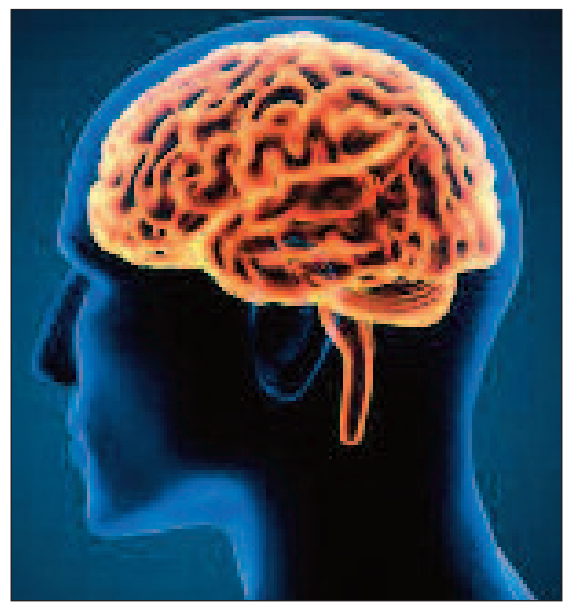

ডাঃ শামসুল হক

মানুষের স্মৃতি এবং তাকে কেন্দ্র করেই অদৃশ্য সেই শক্তির স্ফুরণ যে নিশ্চিতভাবেই বদলে দিতে পারে একজন মানুষের জীবনটাকেও সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে বিজ্ঞানই। তবে সেজন্য অবশ্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষারও। আজকের দিনে বিজ্ঞানের এই যে চরম অগ্রগতি, আবার কম্পিউটার যখন একজন মানুষের সবচেয়ে বড় অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে আমরা ভেবে নিতেই পারি এবার য়হয়তো আর প্রয়োজন পড়বে না কোন মেধা শক্তিরও।

কিন্তু না, আমাদের এই ধারণা সম্পূর্ণই অমূলক। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন যান্ত্রিক সেই মাধ্যমকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য অতি অবশ্যই প্রয়োজন স্মৃতি শক্তির সেটা প্রমাণ করেছে সময়ই। কারণ মস্তিষ্কের সঠিক পরিচালনা ছাড়া কম্পিউটার নামক যন্ত্রের গতিপথ কখন ই স্বচ্ছ হতে পারে না। সুতরাং আলোচ্য সেই শক্তিকেই বিশেষজ্ঞরা তুলনা করেছেন কম্পিউটার মেমোরি সিস্টেমের সঙ্গেই ।

বিজ্ঞান স্বীকার করেছে যে, এই স্মৃতি এবং তাকে কেন্দ্র করে অদৃশ্য সেই শক্তির স্ফুরণ নিশ্চিতভাবেই বদলে দিতে পারে মানুষের জীবনটাকেও। তবে আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই আমাদের ভাবতে হবে সেই শক্তিটাকে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজনে কতখানি ব্যবহার করতে পারলাম । আবার ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত ও করতে পারলাম কতখানি।

অত এব ভাবতে হবে অনেক কিছুই। ন ইলে নিজেকে কখন ই মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করানো সম্ভব হবে না। একটু একটু করে সরেও যেতে হবে জীবন যুদ্ধের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকেও। তাই সর্তক থাকতেই হবে। যতোই কম্পিউটারের উপর ভরসা রাখা হোক না কেন, স্মৃতিশক্তির ভীত যদি মজবুত না হয় তাহলে ঈপ্সিত সাফল্যের মুখ দেখাও যে সম্ভব নয় সেই সত্যটাকে স্বীকার করে বিজ্ঞানও। আর সেজন্য অতি অবশ্যই প্রয়োজন সঠিক সময় জ্ঞানের ও । কারণ স্মৃতির সঙ্গে সময়ের আছে বিশাল যোগসূত্র ও । সুতরাং সময়ের হিসেবটাও ঠিকভাবে মিলিয়ে নিলে সম্ভব হবে ব্যর্থতা নামক শব্দটাকেও অতি সযত্নেই এড়িয়ে চলা।

স্মৃতির সঙ্গে সরাসরিভাবে যোগসূত্র আছে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রেরও। অত এব অতি মূল্যবান সেই অর্গানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেই হবে। আর একটু সতর্ক থাকলে এই সময়ের হিসেবটাও মিলিয়ে নেওয়া যাবে অতি সহজেই। উদাহরণ হিসেবে ভেবে নিতে হবে, একজন শিশু তার সীমাবদ্ধ পড়াশোনার সময়ে আজ যা কিছু শিখল, খেয়াল রাখতে হবে আগামী কাল অথবা তার পরের দিন সে সেটাকে তার স্মৃতিতে ঠিক কতখানি সঞ্চিত রাখতে পারল।

একজন অভিভাবকে তাঁর সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পালন করতে হবে অতি গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েকটা পদক্ষেপ। তার ই সবার আগে যে কাজটা করতে হবে সেটা হল নিখুঁত পর্যবেক্ষণ। আর সেই কাজ করার সময় প্রথমেই বুঝে নিতে হবে তার নিজস্ব আগ্রহের বিষয়টাও। যদি সঠিকভাবে সেই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় তাহলে বুঝে নেওয়াও সম্ভব তার ভবিষ্যৎ কোন দিকে প্রবাহিত হতে পারে সেই বিষয়টাও। তখন সে সেই পথ ধরেই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে এবং তখন তার যাবতীয় চিন্তাভাবনা কেন্দ্রীভূত হবে ঠিক সেই বিষয়ের উপরই। বলাই বাহুল্য, সেইসময় তার নিজস্ব স্মৃতিশক্তির প্রতিফলন ও ঘটবে সেই মাধ্যমের উপর। আর সেটাই তখন নিশ্চিতভাবে তার কাছে হয়ে উঠবে তার প্রতিষ্টার মস্তবড় অবলম্বনও। ফলে একজন অভিভাবক যদি তাঁর সন্তানের দৈনন্দিন চলাফেরা এবং পছন্দ বা অপছন্দের বিষয়গুলোকে একটু গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন তাহলেই বুঝতে পারবেন সে তার নিজস্ব আগ্রহের বিষয়গুলোকে তার মনের দর্পণে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে একেবারে নিখুঁতভাবেই।

বিজ্ঞান বলছে সেই ঘটনা নিশ্চিতভাবেই বাড়িয়ে তোলে তার স্মৃতিশক্তিকেও। আর সব বয়সের মানুষ জনদের কাছে সেই শক্তিই হল ভবিষ্যতের সহজ ও সরল পথে এগিয়ে যাওয়ার একটা অবলম্বন ও বটে। তাই কোনভাবেই তাকে অবহেলা করা যাবে না। কোন রকম কালক্ষেপ তো নিশ্চয়ই নয়। তাহলে ব্যর্থতা তাকে কুরে কুরে খাবেই খাবে। অত এব নিজের সন্তান সন্ততিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই প্রত্যেক অবিভাবককেই সদা সতর্ক থাকতে হবে। নইলে ক্ষয়ের ক্ষতিটা তলিয়ে দেখার আগেই হয়তো শেষ হয়ে যাবে সব আশা ভরসাও ।

উচ্চমাধ্যমিক রসায়নবিদ্যায় প্রস্তুতি-২০২৫

২০২৪ উচ্চমাধ্যমিক,পূর্ব মেদিনীপুরের কাজলাগড় এম.এস.বি.সি.এম.উচ্চ বিদ্যালয় এর ছাত্র কৃষ্ণদেব বেরা মোট ৯৩.২ শতাংশ এবং রসায়নবিদ্যায় ৯৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে বিদ্যালয়ে প্রথম হয়েছে। এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভকামনা জানিয়ে রসায়নবিদ্যায় নিজের প্রস্তুতির খুঁটিনাটি পড়াশোনার বিষয় এবং ছাত্র-ছাত্রীরা কীভাবে এই বিষয়ে প্রস্তুতি নেবে সে বিষয়ে জানাল কৃষ্ণদেব বেরা।

সর্বপ্রথমে জানাই আমার স্নেহের ভাই ও বোনেরা, আশা করি তোমরা ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিকের জন্য প্রস্তুত। তোমাদের জানাই অনেক অভিনন্দন ।ইতিমধ্যে টেস্ট পরীক্ষা শেষ, উচ্চমাধ্যমিকের জন্য আর মাত্র দেড়-দুই মাসের মতো বাকি। তোমরা সকলেই পরীক্ষার শেষমুহূর্তের প্র্যাকটিসে মনোনিবেশ করেছ। এই সময় পরীক্ষা নিয়ে নানান দুশ্চিন্তা, পড়ার চাপ প্রভৃতি তোমাদের মাথার উপর রয়েছে ।তবে এটিই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময়, নিজের উপর কঠোর অনুশাসন, আত্মসংযম বজায় রেখে নিজের ত্রুটিগুলি সংশোধন করে আসন্ন পরীক্ষায় নিজের ১০০ শতাংশ দেওয়ার। এই সময় পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়া যতটা গুরুত্বপূর্ণ ঠিক ততটাই প্রয়োজনীয় পরীক্ষায় সময়ের মধ্যে প্রশ্নপত্র সমাধান করা। আমি আমার প্রস্তুতির অভিজ্ঞতা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি,রসায়নবিদ্যার প্রত্যেকটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ।আমার কথা বলতে, আমি ক্লাস একাদশ এবং ক্লাস দ্বাদশ শ্রেণির রসায়নের পাঠ্যবইগুলি খুবই ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি ।পাশাপাশি সমস্ত ইউনিটগুলো স্কুল ও গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে ভালো করে বুঝে নিতাম এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রত্যহ পাঠ্য বইয়ের অনুশীলনী এবং প্রশ্ন সমাধান করেছি ।এক্ষেত্রে বিভিন্ন লেখকের বইগুলো অনুসরণ করলে খুব ভালো হয় ।এর পাশাপাশি সমস্ত গাণিতিক এবং বিক্রিয়ামূলক প্রশ্ন লিখে লিখে পড়েছি। সঙ্গে প্রশ্নবিচিত্রা এবং টেস্টপেপারও সমাধান করেছি। প্রাত্যাহিক সময় নির্ধারণ করে প্রত্যেকটি বিষয় পড়েছি, টেস্টের পর থেকে রোজ বিভিন্ন মডেল প্রশ্ন সমাধান করেছি ।এর ফলে পরীক্ষার হলে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর উপস্থাপনা করতে সমস্যা হয়নি ।রসায়নবিদ্যায় প্রশ্নের যথাযথ উত্তরের জন্য কেবল লেখা নয় তার সাথে প্রশ্নের মান ও চাহিদা অনুযায়ী চিত্র, গ্রাফ, বিক্রিয়া, গঠনচিত্র খুবই জরুরী।

সর্বোপরি,বলতে চাই রসায়নবিদ্যায় নয় প্রত্যেকটি বিষয় ভালো করে পড়তে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে। সময় থাকতে সময়ের মূল্য দিয়ে পুরো বইটিকে ভালো করে পড়তে হবে, বিগত বছরের প্রশ্নের সমাধান ও তার থেকে ধারণা গড়ে তুলতে হবে ।একটি বিষয় বার বার রিভিজন দিয়ে পড়তে হবে।

যাইহোক,রসায়নবিদ্যার বিভিন্ন পাঠ্যবই, বিভিন্ন রেফারেন্স বই, টেস্ট পেপার,প্রশ্ন বিচিত্রা, সালের প্রশ্নপত্র সহ শিক্ষকদের দেওয়া বিভিন্ন নোটস প্রভৃতি পড়তে হবে এবং বার বার লিখতেও হবে।

আরেকটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পড়াশোনার নির্দিষ্ট রুটিন নির্ধারণ করা ও সেই সময় অনুযায়ী প্রত্যহ পড়াশোনা করতে হবে। সবশেষে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পরীক্ষার জন্য শুভকামনা জানাই।